প্রেম ও ফুল

(কাব্য)

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত।

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরং॥

[হিতোপদেশ ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১২৯৯, জ্যৈষ্ঠ।

কলিকাতা,

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপহার।

সারদা!

হৃদয় রাণি, প্রীতির প্রতিমা খানি,
এসগো পূজিব আজি প্রেম ও ফুলে;—
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর সবি মাখা মাটী ও ধূলে!
এই ফুল—এই প্রীতি, দিয়াছি—দিতেছি নিতি,
যদিও—যদিও দেবি, চরণ মূলে,
তবু না ফুরায় আর, নূতন সৌন্দর্য্য তার,
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উথুলে!

কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি,
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে!
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা,
আছি তব বিশ্বরূপে ডু'বে অকূলে!
অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,
ভক্তি ভরে যাহা পাই দিতেছি তু'লে,
মানুষ পাবে কি আর, তব যোগ্য উপহার?
আদরে অঞ্জলি দেই প্রেম ও ফুলে!

১লা ফাল্গুন—১২৯৪ সন,
কলিকাতা।

সূচী।

প্রেম ও ফুল।

এ প্রেম কেমন ?

দেখা দেও ওহে নাথ পতিতপাবন,
কেন হে কাঁদাও বৃথা প্রেমাধীন জন ?
হেরিলে অরুণোদয়,
হেন সখা মনে লয়,
হাসি মুখে আ'স যেন দিতে আলিঙ্গন !
শরদে উদিলে বিধু,
মনে ভাবি, মৃদু মৃদু
বরষি অমৃত রাশি কর সম্ভাষণ !
রজত কুসুম-ভাতি,
নব তারকার পাঁতি,
দেখি যেন প্রেমময় প্রেমেরি নয়ন !
বসন্ত-সুরভি-শ্বাসে,
তোমারি সুগন্ধ আ'সে,
প্রশান্ত প্রকৃতি যেন প্রেম-কুঞ্জবন !
দেখি যেন সব ঠাঁই,
তুমি ভিন্ন কিছু নাই,
অথচ নাহিক পাই,—এ প্রেম কেমন ?

দুখিনী

১

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
বিষাদ কালিমা মাখা, গভীর নীরদে ঢাকা,
সুন্দর শরতচন্দ্র নিত্য অন্ধকার !
আয়ত আকর্ণ শ্রান্ত, নীলনেত্র পরিক্লান্ত,
নীলসরোরুহে বর্ষ নিত্য অশ্রুধার !
নাহি বেশ নাহি ভূষা, শিশিরে শীতের ঊষা,
নাহিক আশার সূর্য্য শিয়রে তোমার !
মলিন বসন ছিন্ন, দেখা যায় অবিভিন্ন,
খেলিছে শরীরে যেন আলো অন্ধকার !
এত দুঃখ-ভার শিরে, বহিতে পার না কিরে,
করেতে কপোল রাখি বিশ্রাম তাহার ?
চাহিয়া ধরার পানে, বিষাদে বিষণ্ণ প্রাণে,
ধূলায় দুঃখের দিন গ'ণ আপনার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার !

২

অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার !
যাওনা কাহারো কাছে, অবহেলা করে পাছে,
গরবিনী প্রতিবেশী দেখি কদাকার !
কাঙ্গালিনী দীনা হীনা, দেখিয়া করিবে ঘৃণা,
মানিনি, আপনি মান রাখ আপনার !
পরের কথাটী হায়, সহেনা কোমল গায়,
এত যে সম্মুখে সিন্ধু অকূল পাথার !

আপনা আপনি যথা, জ্বলে তড়িতের লতা,
সেই তীব্র তেজোরাশি হৃদয়ে তোমার!
এমন সম্মান বোধ, এত তীব্র প্রতিশোধ,
আত্মায় আদর এত নাহি দেখি কার!
নাহি ঘরে মুষ্টি অন্ন, তবু নহ অবসন্ন,
শমন শঙ্কিত যেন বীরত্বে তোমার!
যাওনা পরের কাছে, যাহা আপনার আছে,—
কভু কর উপবাস কভু একাহার,
অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার।

৩

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
প্রবল শোকের ঝড়ে, যবে চিত্ত ভেঙ্গে পড়ে,
হৃদয়ে উড়ায় বালু শত সাহারার,
যায় ধৈর্য্য পলাইয়া, জীবন্ত আহুতি দিয়া
একাকী আকুল প্রাণ করে হাহাকার!
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে মুখ শিশু বালিকার!
তখনি দেখিয়াছিরে, দেখিয়াছ দুখিনিরে
সজল নয়নে নেত্র সজল আমার!

৪

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
সেই ভিখারিণী বেশ, শরীর কঙ্কাল শেষ,
সে পবিত্র আত্মহত্যা—মহান্—উদার!

সেই দুঃখ অমাবস্যা, প্রীতিপূর্ণ সে তপস্যা,
নিরাশার শূন্য মাঠে—শ্মশান সংসার!
সেই মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, উন্মাদিনী খড়্গহস্তা,
শোণিতে তর্পণ কর প্রেম-পিপাসার!
সেই মূর্ত্তি শক্তিমন্ত্রে, হৃদয় শোণিত যন্ত্রে,
পূজিতেছি প্রাণময়ি চরণ তোমার!
কিন্তু আর নিত্য নিত্য, পারিনা চিরিয়া চিত্ত,
নীরক্ত প্রাণের রক্ত দিতে উপহার!
এ মূর্ত্তি পূজিয়া আশা মিটিলনা আর!

৫

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
কোথা সে শৈশবশোভা বিধু-বালিকার!
সে হাসি আনন হায়, দেখিব কি পুনরায়,
দেখিব কি পূর্ণচন্দ্রে সুধার জোয়ার!
পরি নানা বেশ ভূষা, বিনোদ বাসন্তী ঊষা,
প্রণয়ের পূর্ব্বাচলে হাসিতে আবার?
দেখিব কি প্রাণেশ্বরি, স্বর্গের বালিকা পরী,
গলায় কুসুম মালা দিতেছ আমার?
হায়রে কই সে দিন, আমি মূর্খ অর্ব্বাচীন,
কই তত পুণ্যরাশি আমি অভাগার!
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত, দহিতেছি অবিরত,
প্রাণময়ী ঊষারাণী আমিই আমার!

৬

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত,
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার !
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর !
পত্র পুষ্প শূন্য যথা, শীতের বিশুষ্ক লতা,
অথবা মলিন যথা অঙ্গ বিধবার !
ম্লানতা দীনতা হায়, একাধারে সমুদায়,
পরিম্লান পুষ্প-ভাণ্ড শরীরে তোমার !
প্রিয়ে দুখিনি আমার !

৭

প্রিয়ে দুখিনি আমার !
বিদেশে দাসত্বে হায়, নিত্য ব্যাধি যন্ত্রণায়,
সহিলাম কত কষ্ট দুখ দুর্নিবার !
প্রেতের অধিক হেয়, পিশাচের অবজ্ঞেয়,
কত যত্নে পূজিলাম চরণ তাহার !
মানুষের যা মহত্ব, চিত্তের স্বাধীন স্বত্ব,
অর্থ লোভে করিয়াছি বিনিময় তার !
দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি, প্রাণের পবিত্র শক্তি,
পবিত্র ধর্ম্মের মূর্ত্তি পর উপকার !
প্রেয়সিরে হায় হায়, ভুলিয়াছি সমুদায়,
যত সাধ্য অধোগতি করেছি আত্মার !

বন্ধুতার তীব্রবাণ, আকুল করেছে প্রাণ,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার!
পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন মানব জাতি,
হৃদয় ভেঙ্গেছে করি চরণ প্রহার!
মূর্খের অধিক মূর্খ, কি বলিব সে যে দুঃখ,
করিয়াছে মূর্খ বলি শত তিরস্কার!
সকলি সহিয়াছিরে, প্রাণময়ি প্রেয়সিরে,
কেবল চক্ষের জল মুছিতে তোমার!
কেবল তোমারি তরে, সুখ শান্তি অকাতরে,
জীবনের যত আশা করি পরিহার,
হায় এ সন্ন্যাসী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
প্রাণময়ি প্রেয়সিরে কাঙ্গাল তোমার!

৮

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
তবু ত চক্ষের জল ঘুচিলনা আর!
আমিই পিশাচ সম, আমি দৈত্য নিরমম,
আগুনে পুড়িনু পুষ্প-প্রতিমা তোমার!
বিকট ভৈরববেশে, ভীষণ শ্মশান দেশে,
বিলুণ্ঠিত করিলাম পারিজাত হার!
ভিখারী প্রেমের রূপ, আমি পাপ অন্ধকূপ,
অশোক শোকের বন তব কারাগার,
তুমিলো মাটীর মেয়ে, আছ মাটী পানে চেয়ে,
মাটীর শরীরে সয় সকলি তোমার!

শ্মশানে নিশান।

৯

প্রিয়ে দুখিনি আমার!
দেখিতে ও অশ্রুমুখ নাহি পারি আর!
অই রবি অই শশী, গগনে রয়েছে বসি,
অই জ্বলে ক্ষীণ জ্যোতি ক্ষুদ্র তারকার!
তরুলতা তৃণদল, নদ নদী জলস্থল,
উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি উচ্চ নীল পারাবার,
সকলেই দেখিয়াছে, বলিবে তোমার কাছে,
সহিয়াছি পৃথিবীর কত অত্যাচার,
যাই আজ দিব্যধামে, যেখানে মানব নামে,
না আছে দানব দৈত্য কোনও প্রকার!
যাই আজ দিব্যধামে, পবিত্র তোমার নামে,
খুলিগে' স্বর্গের আগে সুবর্ণ দুয়ার!
তুমিও সে দিব্যধামে, পবিত্র ঈশ্বর নামে,
পায়ে ঠেলে আসিও এ ঘোর অত্যাচার,
প্রিয়ে দুখিনি আমার!

১১ই অগ্রহায়ণ—১২৯০,
ময়মনসিংহ।

—*—

শ্মশানে নিশান।

১

শ্রাবণের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার!

উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার!
নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশান কালী,
ধাইছে রাক্ষসী-সন্ধ্যা মূর্ত্তি তাড়কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা!

২

নিরখি সে ভীম ছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক,
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে!
আজি তারা শশধর, উঠেনি গগন পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমনি ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,
এখনি হইবে ধ্বংস মহান্ প্রলয়ে!

৩

হেন ঘোর অন্ধকার—এ হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান!
অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লণ্ড ভণ্ড,
এখানে ওখানে পড়ে শয্যা উপাধান!
দু' চারিটী কাণা কড়ি, কোথাও কলসী দড়ী,
কোথাও বা ছাই-ভস্ম অঙ্গার নির্ব্বাণ!

কোথাও মাথার খুল, ছেঁড়া নখ, ছেঁড়া চুল,
কোথাও বা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিতান!
ঘোর স্তব্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদী তীরে,
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান—
উড়িতেছে "পত পত" শ্মশানে নিশান!

৪

"শ্মশানে নিশান কেন?" হাসে খল খল,
মরার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল!
সবে করে উপহাস, ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলসী দড়ী মিলিয়া সকল!
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল!

৫

দিগন্তে সে অট্টহাসি হয় প্রতিধ্বনি,
বিকট ভৈরবে হাসে আসন্না-রজনী!
জ্বলে মুহুঃ বজ্রানল, গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল,
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ ভূধর মেদিনী!
প্রকৃতির বিশ্বনাশী, এ ঘোর প্রলয় হাসি,
সহিতে পারেনা যেন প্রকৃতি আপনি!
বজ্রনখে বক্ষ চিরা, দেখায় যেতেছে ছিঁড়া,
প্রচণ্ড হাসির চোটে কলিজা ধমনী,
সহিতে পারেনা হাসি প্রকৃতি আপনি!

৬

দেখিলাম অকস্মাৎ রজত জোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!
রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়!
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়!
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!

৭

আহা!
কিবা সেই সৌম্য মূর্ত্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভ পর, বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে দলমল!
ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল!
বিশ্ব বিনাশের হেতু, বিবেকী সে বৃষকেতু,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
শ্মশানের জয়ভেরী, বাজাইয়া ত্রিপুরারি,
ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ-মঙ্গল!
আতঙ্কে অবনী যেন করে টলমল!

৮

ছুটিছে ভৈরব রাগ কাঁপায়ে বিমান,
"গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান!

কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝেনা অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব্ব করে তার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান!
লও হে সকলে তুলি, মরার মাথার খুলি,
বাজাও বিকট বাদ্য কাঁপাও বিমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হতে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত বিজ্ঞান!
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
গাও হে ভৈরবকণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান!

৯

গাও হে ভৈরবকণ্ঠে গম্ভীরে সে গান,
গাও সবে পঞ্চভূত, বিজয়ী শ্মশান দূত,
সংসার জয়ের সেই সঙ্গীত মহান্!
যাহা কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
ভয় ভক্তি ভালবাসা ক্রোধ অভিমান!
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ কিম্বা দুঃখ ক্লেশ,
যশ কিম্বা অপযশ মান অপমান!
বীরের বীরত্ব পূর্ণ, হৃদয় হইবে চূর্ণ,
ভীরুর বিভগ্ন বক্ষ রেণুর সমান!
রাজার কিরীটগর্ব্ব, এখানেই হবে খর্ব্ব,
দাসের দাসত্ব ক্লেশ হবে অবসান,

জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বল, সব যাবে রসাতল,
মুছে যাবে উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞান!
মরার মাথার খুলি, বাজাও সকলে তুলি,
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পমান!
তুলে ওই ভস্মছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
দেখুক্ এ শশ্মানের বিজয় নিশান!"

১০

ভূতের ভৈরব কণ্ঠ কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান!
"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝেনা অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা তার অহঙ্কার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান!
যত কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখরে মোহান্ধ জীব নির্ব্বোধ অজ্ঞান!"
শ্মশান-নিশান-মূলে, চিতাভস্ম তুলে তুলে,
বাজায়ে মরার মাথা ভূত করে গান,
উড়িতেছে "পত পত" "শ্মশানে নিশান"!

১লা ভাদ্র—১২৯১,
ময়মনসিংহ।

প্রমদা।

[জন্ম—১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ২ঘটিকা, ১২৮৪ সন।
মৃত্যু—২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার, দিবা ৩॥ ঘটিকা, ১২৮৬ সন।]

১

প্রমদা স্বর্গের শিশু বালিকা আমার!
শারদ পূর্ণিমা রে'তে, আসিলি কি চাঁদ হ'তে,
খসিয়া একটী ক্ষুদ্র কিরণ তাহার,
পথ ভুলে প্রমদারে পরাণে আমার?
অথবা উষার আলো, ভুলে তোরে ফেলে গেলো,
আঁচলের গাঁট খুলে পড়েছিলি তার,
প্রাণময়ি প্রমদারে পরাণে আমার?

২

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার!
মলয়া পলা'য়ে যেতে, পড়েছিলি কোল হ'তে,
চুরি করা কুসুমের পরিমল তার?
কমল লাবণ্য খুলে, তোরে থুয়েছিল ভুলে,
শারদ-সায়াহ্নকালে কোলে সারদার?
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার?

৩

দেখেছি যামিনী কালে, বেষ্টিত তারকা জালে,
অকূল অসীম নীল নভ কলেবর,
তা'হইতে পড়ে ছুটি, মাঝে মাঝে দুই একটী,
ক্ষুদ্র সে জ্যোতির বিন্দু কোমল সুন্দর!
তুই কি একটী তার, কোলে এসে সারদার,
পড়েছিলি না বুঝিয়া দিশাহারা হয়ে?
কি ছিলি?
চাঁদের অমিয়া ছিলি? ফুলের সুবাস ছিলি?
উষার আলোক ছিলি? কমলের হাসি ছিলি?
কি ছিলি?
আকাশের তারা গেলি আকাশে মিশা'য়ে?

৪

প্রমদা!
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার?
এখনো কাঁদে যে প্রাণ, জ্বলিতেছে মর্ম্মস্থান,
এখনো নয়নে বহে শত অশ্রুধার!
এখনো সারেনি ভুল, দেখিলে কমল ফুল,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
দেখিলে উষার কোলে, অরুণ শিশুটী খেলে,
মনে ভাবি এই বুঝি প্রমদা আমার!
সায়াহ্নে তারকা সবে, দেখিলেই ভাবি তবে,
ইহারি একটী হবে প্রমদা আমার!

যদি ফুলবাস পাই, কোল বাড়াইয়া যাই,
মনে ভাবি আ'সে বুঝি প্রমদা আমার !

৫

প্রমদা !
কোথা হ'তে এসেছিলি, আবার কোথায় গেলি,
সরল সোণার পরী শিশুটী আমার !
শুনেছি শচীর গলে, পারিজাত হার দোলে,
তুই কিরে ছিলি তার মণির মন্দার ?
অথবা—
কা'র বুক খালি ছিল, তোরে দিয়া পূরাইল—
কোন্ সেই ভাগ্যবতী সুর-অঙ্গনার ?
এই কি বিধির বিধি—এই কি বিচার ?

৬

আহা হা !
সেই যে বৈশাখ,—পোড়া কপাল আমার !
এখনো স্মরিতে বহে শত অশ্রুধার !
এখনো এখনো হায়, দেখি যেন বিছানায়,
শিরীষ কুসুম সেই তনু সুকুমার,
অবশ পড়িয়া আছে, অভাগিনী ব'সে কাছে,
কাতর নয়নে তোরে চাহে বার বার !
বোঝেনি সে হতভাগী, যাস্ যে জন্মের লাগি,
জীবনের সুখ শান্তি লইয়া তাহার !

বোঝেনি সে জ্ঞানহীনা, ফিরে আর আসিবিনা,
ভুলিবি স্বর্গের সুখে পাপের সংসার!

৭

তথনি মুহূর্ত্তে পুনঃ—
দেখিতে দেখিতে কণ্ঠ অন্তিম হিক্কায়,
কাঁপিয়া উঠিল যে রে হায়! হায়! হায়!
ঘরের বাহির করি, কেহ বলে হরি হরি,
নয়ন ঢাকিয়া দিল তুলসী পাতায়!
স্খলিত তড়িত মেঘে, ছুটিয়া আসিয়া বেগে,
অভাগী সারদা পড়ে আছাড়ি ধরায়!
কাঁদে পরিবার যত, হাহাকারে অবিরত,
কে কা'রে প্রবোধে, সবে পাগলের প্রায়!
কেহ শিরে কর হানে, কেহ বা ব্যথিত প্রাণে,
ডাকিছে আকুল কণ্ঠে "প্রমদা কোথায়?"
সে উচ্চ ক্রন্দন রোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অভাগিনী সারদার "হায়! হায়! হায়!"
সব দেখিলাম চক্ষে, সব সহিলাম বক্ষে,
নিকটে দাঁড়া'য়ে আমি পাষাণের প্রায়!

৮

এ কি?
আবার সে উচ্চ রোল, আবার সে হরিবোল,
প্রাণময়ী প্রমদারে কোথা নিয়ে যায়?

"দিব না দিব না নিতে, দিব না সমাধি দিতে"
কাড়িয়া সে পাগলিনী কোলে নিতে চায়!
কি সে এলোমেলো বেশ, উগ্রচণ্ডী—মুক্তকেশ,
ছুটিল সে বৎসহারা বাঘিনীর প্রায়!
কি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ছাই ভস্ম হোক্ বিশ্ব!
ভাবিতে পারিনা, প্রাণ আতঙ্কে শুকায়!
সেই যে জন্মের শোধ দিয়েছি বিদায়!

৯

প্রমদা!
সেই যে মুকুতা দন্ত—সহাস-আনন,
সেই অর্দ্ধ উচ্চারিত "বা ব্বা" সম্বোধন!
সেই দিবা অবসানে শ্যাম সন্ধ্যা বেলা,
জননীর সনে তোর ত্রিদিবের খেলা!
তারা ভরা চাঁদ ভরা নিরখি গগন,
সুধা ভরা মুখে তুই হাসিতি যখন,
দেখি তোরে হাস্যময়ী আনন্দের ডালি,
আদরে সারদা কত দিত করতালি!
গোপনে দাঁড়া'য়ে সেই একেলা একেলা,
দেখিতাম অভাগীর মেয়ে নিয়ে খেলা!
স্মরিতে এখনো উহা কেঁদে উঠে মন,
ভুলিবনা প্রমদারে জনমে কখন!

২৯ শে শ্রাবণ ১২৯১ সন,
ময়মনসিংহ।

স্বারদা সুন্দরী।

[জন্ম—২৭ শে অগ্রহায়ণ—১২৬৯ সন।

মৃত্যু—১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮॥ ঘটিকা—

কৃষ্ণাপঞ্চমী, ১২৯২ সন।]

নিশীথ সময়—চিতা সম্মুখে।

১

আজ—

কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?

তোমার অধিক শোভা,

ততোধিক মনোলোভা,

শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!

লাবণ্য তোমার চেয়ে,

সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে,

অনলে উছলে যেন রূপের সাগর!

সুনীল নয়ন দুটী,

রহিয়াছে আধ ফুটি,

শরত প্রভাত পদ্ম—ডাগর ডাগর!

উষায় উজলে কিবা,

ললাটে স্বর্গীয় দিবা,

তরুণ অরুণ বিন্দু সিন্দুর সুন্দর!

শোয়া'য়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!

২

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা ?
হৃদয়ের প্রিয় ধন,
কিসে করে বিসর্জ্জন,
দেখ কিহে নরের সে ঘোর নিষ্ঠুরতা ?
দয়া মায়া স্নেহ ভুলি,
দিয়াছি চিতায় তুলি,
এমনই মানবের আদর মমতা !
প্রাণ ব'লে বুকে লয়,
যেন দুই এক হয়,
পাপিষ্ঠ অসুর জানে এত আত্মীয়তা !
লুঠিয়া হৃদয় তার,
শেষে এই ব্যবহার,
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা ?
এমনই মানবের আদর মমতা !

৩

শশধর !
দেখ মানবের এই পশু ব্যবহার,
কৃতঘ্ন ইহার কাছে,
আর কি জগতে আছে,
হেন ঘোর অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার ?

প্রেম ও ফুল।

আমি গেলে দেশান্তরে,
সারদা আমারি তরে,
দিন দণ্ড পলে পলে বর্ষি অশ্রুধার,
করুণ সজল আখি,
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকি,
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার!
যেন তপস্বিনী বেশে,
নরের নরক দেশে,
ছিল পুণ্য-প্রস্রবণ মূর্ত্তি মমতার!
জননী ভগিনী জায়া,
সকলের দয়া মায়া,
প্রেম-তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার!
কি আর কহিব হায়,
আজি পিশাচের প্রায়,
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার!
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কিহে আর?

৪

তুমি ত অনন্ত উচ্চে ওহে শশধর!
আরো কি নিখিল ভূমে,
এমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর?
শীতল পুণ্যের ছায়া,
প্রাণময়ী প্রিয়-জায়া,
প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থর,

অনন্ত অমৃত সিন্ধু,
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপর ?
আপনার বুক চিরা,
না দিয়া ধমনী শিরা,
না দিয়া কলিজা খুলে কোন্ মূর্খ নর—
আহা হা, আমার মত,
পিশাচ রাক্ষস এত,
কণ্ঠের কলপ লতা—কুসুমের থর,
হৃদয়ের যা সর্ব্বস্ব,
তাই করে ছাই ভস্ম—
অক্লেশে ঢালিয়া দেয় চিতার উপর !
দেখেছ মানুষ হেন পাষণ্ড পামর ?

৫

" বল হরি হরি ! "
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি !"

৬

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী !
বুঝিয়াছি শশধর,
বরষি অমৃতকর,
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি !

প্রেম ও ফুল।

কোমল কৌমুদী রথে,
হীরা বাঁধা ছায়াপথে,
তুলিয়াছ কি সুন্দর লাবণ্য লহরী!
অই ভাসে অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
মিশিল জন্মের মত আহা মরি মরি!
আনন্দে অমরকুল,
বর্ষিছে তারার ফুল,
বহিছে স্বর্গীয় বায়ু, সুগন্ধ বিতরি!
জননী আনন্দময়ী,
বরণ করিয়া অই,
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি!
কি আনন্দ দেবভূমে,
আজি আনন্দের ধুমে,
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—"বল হরি হরি!"

৭

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী!
বল চন্দ্র বল তারা "বল হরি হরি!"
পশু পক্ষী তরুলতা,
যে তোমরা আছ যথা,
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শর্ব্বরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে "বল হরি হরি!"

অপ্সর কিন্নর নর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব—"**বল হরি হরি !**"

২২ শে অগ্রহায়ণ—১২৯২ সন,
জয়দেবপুর।

৺ জগচ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস)।

[জন্ম—১৭ই অগ্রহায়ণ—১২৬৯ সন।
মৃত্যু—৩০শে শ্রাবণ,শনিবার,রাত্রি ৮॥ঘটিকা, পূর্ণিমা ; ১২৯৩ সন।]

১

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
আজ কাল করি কত, বছর হইল গত,
চাহিয়া রয়েছি পথ সতত আশায় !
কোথায় গিয়েছ ভাই, তত্ত্ব নাই—বার্ত্তা নাই,
এমন করিয়া নাকি কেহ কোথা যায় ?

২

ভাই ! গিয়েছ কোথায় ?
তুমি ভিন্ন নাহি আর, শূন্য মম এ সংসার,
জগতের বন্ধু হ'য়ে 'জগদ্বন্ধু' হায়,
দাদারে একাকী ফেলি, বল্ ভাই কোথা গেলি
হ'লনা একটু দয়া পাষাণ হিয়ায় ?

৩

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
আকুল উন্মত্ত প্রাণে, চেয়ে আছি পথ পানে,
লইয়া শ্মশান বুকে, মুখে হায় হায়,
ঢালিয়া নয়ন জল, নাহি নিবে এ অনল,
আয়রে প্রাণের ভাই আয় বুকে আয়!

৪

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
তোমারে হইয়ে হারা, পিসীমা পাগল পারা,
দিবা নিশি অভাগিনী করি হায় হায়,
তোমারি উদ্দেশে গেছে, আর নাহি আসিয়াছে,
ভুলিয়া রয়েছে বুঝি পাইয়া তোমায়!

৫

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
ত্যজিয়া মরত ভূমি, কোথায় গিয়েছ তুমি,
কোথা সে স্বর্গের রাজ্য—কত দূর হায়,
শুধাই কাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
সে দেশে এ দেশে লোক নাহি আসে যায়?

৬

ভাই গিয়েছ কোথায়?
ফুটিলে কুসুম রাশি, পরিমল মাখা হাসি,
স্বর্গের সুগন্ধ ভাবি মাখা তার গায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
দেখেছে দেবের দেশে দেবতা তোমায়?

৭

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
বসিয়া বকুল শাখে, কোকিল যখন ডাকে,
আকুল করিয়া প্রাণ স্বর্গীয় ভাষায়,
শুধাই তাহার কাছে, কি বলিতে আসিয়াছে,
দেখে'ছে কি ভাই তোরে হায়! হায়! হায়!

৮

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
ঊষায় উঠিলে রবি, সুন্দর সোণার ছবি,
ভাবিয়া স্বর্গের দূত শুধাই তাহায়,
দেখেছ কি হে দিনেশ, কোথা সে ত্রিদিব দেশ,
প্রাণের সোদর মম দেখেছ তথায়?

৯

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
বরষি অমৃতকর, আ'সে যবে সুধাকর,
ভাবিয়া ত্রিদিববাসী দেবতা তাহায়,
শুধাই তাহার কাছে, সে কি কভু দেখিয়াছে,
দেব বালকের সনে দেবতা তোমায়?

১০

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
শীতল মলয়ানিলে, দগ্ধ অঙ্গ ছুঁয়ে দিলে,
স্বর্গীয় পরশে উঠে শিহরিয়া কায়,
অমনি আকুল মনে, শুধাই সে সমীরণে,
স্বর্গের সংবাদ দিতে এসেছ আমায়?

১১

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
সায়াহ্নে সুনীলাকাশে, যখন তারকা হাসে,
ব্যাপিয়া অসীম সীমা স্বর্গীয় শোভায়,
শুধাই তাহার কাছে, কে তোমারে দেখিয়াছে,
কোথা সে ত্রিদিব দেশ হায়! হায়! হায়!

১২

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
যেখানে মায়ের কাছে, সারদা প্রমদা আছে,
ভগিনী জনক দেব বিরাজে যথায়,
সেখানে গেছ কি তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি,
ফেলিয়া দাদারে তব একা—অসহায়?

১৩

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
বসিয়া মায়ের কোলে, জনকের স্নেহ বোলে,
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়,
ভুলে কি রহিলে ভাই, দাদা বলে মনে নাই,
অথবা আসিতে তারা দিল না তোমায়?

১৪

ভাই! গিয়েছ কোথায়?
শুধাইও মার কাছে, আমারে কি মনে আছে,
তোর মত কবে কোলে করিবে আমায়!
শুধাইও সারদারে, এত ভালবাসি যারে,
ভুলিয়া করে কি মনে দেবের দয়ায়?

১৫

ভাই! গিয়েছ কোথায়?

যদিও দেবের দেশ, নাহি দুঃখ—নাহি ক্লেশ,
চিরশান্তি চিরসুখে পূর্ণ সমুদায়,
জনক জননী আছে, কি ভয় তাদের কাছে,
আদরে সারদা সদা রেখেছে তোমায়!
এদেশে কেহই নাই, শুধু ছিনু দু'টী ভাই,
আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ রয়েছ তথায়,
তথাপি আকুল মন, তবু চিন্তা অনুক্ষণ,
জানিতে কুশল তব প্রাণ সদা চায়!

ভাই! গিয়েছ কোথায়?

৮ই আষাঢ় ১২৯৪ সন,
তলপুর বাগানবাটী, শেরপুর,
ময়মনসিংহ।

আত্মহত্যা।

[কোন যুবতীর বিষপানে মৃত্যুপলক্ষে লিখিত]

১

মানিনি! কি অভিমানে হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান?
এত কি হইল ঘৃণা, গেলনা জীবন বিনা,
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান?

এমন অযত্নে হায়, অনাদরে অবজ্ঞায়,
দু'পায় ঠেলিল কে রে মণি—মূল্যবান ?
সত্যই পাপিষ্ঠ নরে, এত অত্যাচার করে,
মানবের বুকে কিরে দানবের প্রাণ ?
আহা হা, স্বর্গের দেবি ! সে রাক্ষসে নিত্য সেবি,
পতি পুত্র ভ্রাতা রূপে সাধিস্ কল্যাণ !
তোর মত আছে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী আত্ম-বলিদান ?
কোন্ মূর্খ করিয়াছে এত অপমান ?

২

কি দুঃখেরে পাগলিনি, হইয়ে পাষাণ,
আকণ্ঠ ভরিয়ে বিষ করেছিস্ পান ?
কার সোণামুখী তরী, কারে রে কাঙ্গাল করি,
অকালে ডুবিলি বিনা ঝটিকা তুফান ?
কার রে আছিলি তুই, সুধাময়ী বেলী যূই,
যৌবন বসন্তে ভরা প্রেমের উদ্যান ?
কা'রে বিধি প্রতিকূল, কা'র সে স্বর্গীয় ফুল,
অকালে খসিলি কার কাঁদাইয়া প্রাণ ?
কে সে হতভাগ্য হায়, প্রেমপূর্ণ পূর্ণিমায়,
অকালে যাহার তুই শশী অস্তযান ?
কি খেদেরে পাগলিনি ! ত্যজিলি পরাণ ?

৩

কি দুঃখেরে পাগলিনি, হায়, হায়, হায়,
অমূল্য জীবন দিলি এমন হেলায় ?

স্নেহ ভুলি মায়া ভুলি, স্বহস্তে গরল তুলি,
কোন্ প্রাণে হা মানিনি! দিলি রসনায়?
একটু হ'লি না ভীত, একটুকু সশঙ্কিত,
একটু কাঁদেনি প্রাণ প্রাণের আশায়?
প্রাণে এত তুচ্ছবোধ, হা ক্ষীরোদ! হা নির্ব্বোধ!
যৌবনজীবনে কিরে শোভা কারো পায়?
সংসারে জনমে ঘৃণা, দেখিনিরে তোরে বিনা,
বালিকা বয়সে কার বাসনা ফুরায়?
কি দুঃখে খাইলি বিষ হায়, হায়, হায়!

৪

কি দুঃখেরে অভাগিনি, খাইলি গরল,
নবীন বয়সে হেন শশী শতদল?
জীবনের যত আশা, সুখ শান্তি ভালবাসা,
প্রাণের পিপাসা কিসে নিবিল সকল?
বুকভরা অভিলাষ, সে আনন্দ সে উল্লাস,
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল?
হা পাষাণি! সর্ব্বনাশি! এমন রূপের রাশি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য করিলি বিফল?
অই যে রজত-কায়, জ্যোছ্না মূর্ছা যায়,
আননে ফুটিয়া আছে কিরণ কমল!
অই যে সুনীল আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি,
লাবণ্য-বন্যায় ছিল নীলাম্বু চঞ্চল!
কমলে গোলাপে গড়া, ও অধর মধু ভরা,
এখনো এখনো যেন করে টলমল!

আহা হা, এ রূপরাশি, হা পাষাণি সর্ব্বনাশি,
দর্পণে দেখিয়া কভু মুছি অশ্রুজল,
করেছিলি সিক্ত নাকি বসন অঞ্চল?

৫

আহা হা, একটু দয়া হ'লনা পাষাণে,
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে?
রমণীর এত জেদ্, কি এত গভীর খেদ,
ভ্রূক্ষেপে চাহেনা কিছু তৃণবৎ জ্ঞানে!
মর কিংবা বাঁচ কেহ, কাহারে নাহিক স্নেহ,
আতঙ্কে করুণা কাঁদে চাহি তার পানে!
এ ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ বোধে, মহা রাগে—মহা ক্রোধে,
চন্দ্র সূর্য্য ভেঙ্গে ফেলে আঘাতি চরণে!
ছিন্নমস্তা আত্মঘাতী, পাষাণী রমণী জাতি,
জগৎ জ্বালা'য়ে দেয় মহা অভিমানে!
এত কি প্রবলা ঘৃণা অবলার প্রাণে?

৬

এই যে শিশুটী তোর হায়, হায়, হায়,
কাঁদিয়া আকুল দেখ্ মাটীতে লুটায়!
একটু দেনারে ক্ষীর, শুষ্ককণ্ঠে শিশুটীর,
ক্ষীরোদ, কোলের বাছা আকুল ক্ষুধায়!
ছি! ছি! ছি! বুকের ধন, এত তারে অযতন?
শুনিনি জননী হেন পাষাণের প্রায়!

ছেলে যদি 'মা,মা' ডাকে, মায়ের কি রাগ থাকে ?
স্নেহের সাগর তার উছলিয়া যায়।
ক্ষীরোদ, শিশুটী তোর কাতর ক্ষুধায় !

৭

হা মানিনি ! চক্ষু তুলে দেখ্ একবার,
অভাগিনী জননীরে কি দশা তাহার !
দেখ্ একবার চেয়ে, হা পাষাণি চক্ষু খেয়ে,
দেখ্‌রে হৃদয়রত্ন ছিলি তুই যার,
পড়িয়া চরণ তলে, সে অভাগা অশ্রুজলে,
কাতরে কাঁদিছে কত করি হাহাকার !
কখনো ধরিয়া পায়, দীন ভাবে ক্ষমা চায়,
আতঙ্কে শিহ'রে আহা উঠিছে আবার ;
দেখ্‌রে হৃদয়রত্ন ছিলি তুই যার !

৮

তবুকি একটু দয়া হয় না পাষাণে ?
রমণী কঠিনা কিরে এত অভিমানে ?
কি দোষে—কি দোষে গেলি, পতি পুত্র পায় ঠেলি,
চাহিলিনা হা নিদয়া কারো মুখ পানে ?
মানুষের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে,
রচিত ধমনী শিরা নর উপাদানে ?
ছিলনা হৃদয় ও'তে, দয়া মায়া থাকে যা'তে,
কেবলি কি ছিল উহা ভরা অভিমানে ?
রমণী কঠিনা হ'তে এত কিরে জানে ?

৯

এত কি জানিস্তি তুই হা রে ও সরলা?
তবে কিরে মিথ্যা নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্ যাহা কহে,
পর্ব্বত প্রস্তরে অই ভরা চন্দ্রকলা?
কাদম্বিনী হাসি মুখে, সত্যই কি রাখে বুকে,
লুকাইয়া বজ্রবহ্নি—ও নহে চপলা?
এত কি কঠিনা তুই হা রে ও সরলা?

১০

ভয়ানক জেদ্ তোর ভয়ানক মান,
অটল প্রতিজ্ঞা তোর হিমাদ্রি সমান!
পরকালে নাহি ভয়, আশঙ্কা কাহারে কয়,
জানে নাই যেন অই স্বাধীন পরাণ!
বিমুক্ত বায়ুর প্রায়, পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া যায়,
নাহি তার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান,
রমণী এমনি কিরে কঠিন পরাণ?

১১

ক্ষীরোদ!
আমিও রে তোর মত, উদ্যম করেছি কত,
বাঁধিতে পারিনু কই পরাণে পাষাণ?
বসি অন্ধকার ঘরে, কালকূট নিয়ে করে,
প্রাণ ভরে ডাকিয়াছি কোথা ভগবান!
দেখ একবার প্রভু, নিষ্ঠুর সংসার কভু,
দেখিলনা হৃদয়ের যে মহা শ্মশান,

দেখ সেই দগ্ধ ঠাঁই, সুখ নাই, শান্তি নাই,
দেখ সেই ভস্মভরা ধূ ধূ-করা প্রাণ!
নাহি জানি পাপপুণ্য, হৃদয় করিয়া শূন্য,
বুকভরা ভালবাসা করিয়াছি দান,
তবু ত নিষ্ঠুর কেহ, একটু করেনি স্নেহ,
কাঁদিয়াছি দ্বারে দ্বারে কাঙ্গাল সমান!
আজি এই হলাহলে, যে চিতা হৃদয়ে জ্বলে,
জনমের মত দেব করিব নির্ব্বাণ,
অন্তিমে আত্মায় শান্তি করিও প্রদান!"

১২

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোর হ'লনা সফল,
তোর মত মোর ভাই, অদম্য উদ্যম নাই,
নাহিক তেমন এই হৃদয়ের বল!
তেমন সম্মানবোধ, নাহি মোর হা ক্ষীরোদ!
তা হ'লে কি আর সেই তীব্র হলাহল,—
কি লজ্জা! ছুঁইতে ঠোটে, পরাণ চমকি ওঠে,
নিক্ষেপিয়া দূরে ফেলি বর্ষি অশ্রুজল!
ক্ষীরোদ, প্রতিজ্ঞা মোর হ'লনা সফল!

১৩

যদিও—
হয়নি সফল হায় প্রতিজ্ঞা আমার,
কিন্তু রে করিব চেষ্টা আর একবার!

বসিয়া শ্মশানে তোর, যবে অমানিশি ঘোর,
ঘুমা'য়ে থাকিবে যবে সমস্ত সংসার,
পরাণে মাখিব ছাই, সে সাহস যদি পাই,
অদম্য উদ্যম তোর শক্তি দুর্নিবার!
সে তেজ অপ্রতিহত, সে আকাঙ্ক্ষা উগ্র কত,
বিশ্বনাশী সে বৈরাগ্য, বজ্র-অঙ্গীকার,
সে একান্ত একাগ্রতা, প্রাণগত নির্ম্মমতা,
দেখিব পাইনি তোর ক্ষুদ্র বালিকার!

১৪

ক্ষীরোদ!

কি তোর বৈরাগ্যভাব, ঘোর অভিমান,
স্মরিতেই ভক্তিভরে নত হয় প্রাণ!
কে তোরে করিবে ঘৃণা, নরক পিশাচ বিনা,
কে না বোঝে হৃদয়ের স্বর্গীয় সম্মান,
আমি তোরে প্রিয়দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি,
শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান!
আমি বড় ভালবাসি, ছিন্নমস্তা রূপরাশি,
বিশাল বৈরাগ্যভাবে বড় মাতে প্রাণ,
আমি তোরে প্রিয় দেবি, হৃদয় মন্দিরে সেবি,
প্রীতির অঞ্জলি নিত্য করিব প্রদান!

১৫

যা তবে ক্ষীরোদ সেই সুখময় স্থান,
স্বর্গীয় শান্তির কোলে জুড়া গিয়ে প্রাণ!

যথা ব্রহ্মপুত্র তীরে, ও সুতনু ধীরে ধীরে,
পবিত্র পাবকে হবে ভস্ম অবসান,
গভীর নিশীথ কালে, বসি সেই চিতাশালে,
তোর ও ভৈরবী মূর্ত্তি করিব ধেয়ান!
অভয়া বরদা বেশে, সে ঘোর শ্মশান দেশে,
সিদ্ধির সাধনা রূপে হয়ে অধিষ্ঠান,
ভক্তের বাসনানল করিস্ নির্ব্বাণ!

১৬

আহা!
অই যে ডাকিল পাখী আসন্ন-সন্ধ্যায়,
বাগানে কুসুম ফোটে, আকাশে তারকা ওঠে,
তেমনি শীতল বায়ু ধীরে ব'য়ে যায়,
হা ক্ষীরোদ, তোর লাগি, কেহ নহে দুঃখভাগী,
এই যে একাকী তুই চলিলি কোথায়!
এই যে চলিলি একা, আর ত হবে না দেখা,
আহা হা, স্মরিতে যেন বুক ফেটে যায়!
পথের সামান্য ধূলি, এ সামান্য তৃণ গুলি,
সকলি রহিল যদি হায়! হায়! হায়!
ক্ষীরোদ! একাকী তুই চলিলি কোথায়?

ময়মনসিংহ।

পুষ্পময়ী।

—*—

[পুষ্পময়ী নাম্নী কোন খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যুতে তাহার জননীর উক্তি।]

১

কোথা যাস্ পুষ্পময়ি আয় মা আমার!
যাস্‌নে যাস্‌নে ছেড়ে, দুখিনীর আছে কেরে.
ভুলিলি কি ভালবাসা কাঙ্গালিনী মার?
কোথা যাস্ পুষ্পময়ি আয় মা আমার!

২

হৃদয়ের বৃন্ত শূন্য করিয়ে কোথায়—
মায়েরে না বলে কয়ে, পাষাণের মত হ'য়ে,
কোমল কুসুমপুষ্প!—হায়! হায়! হায়!
করিয়ে হৃদয় শূন্য যাস্‌রে কোথায়?

৩

যাস্‌নে যাস্‌নে ফিরে আয় মা আমার,
আজ্ যে প্রাণের 'পুষি,' করিস্ যা' তোর খুসি,
এত যে বারণ তোরে করি বার বার!
আগে ত অবাধ্য তুই ছিলি না আমার!

৪

অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ ‘পুষি’ চেয়ে,
হিম জল লেগে গায়, কফ কাসী হবে তায়,
যাস্‌নে বাহিরে তুই দুখিনীর মেয়ে!
অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ ‘পুষি’ চেয়ে!

৫

অই দেখ্ মেঘে মেঘে বিজলী খেলায়,
এখনি পড়িবে বাজ, বড়ই দুর্য্যোগ আজ,
দেখ্ দেখি ছেলে পিলে কে বাহিরে যায়?
ভয় পাবি পুষ্পময়ি আয় কোলে আয়!

৬

যাস্‌নে সেখানে তুই, আয় মা আমার!
তোর আরো আট ভাই, গেছে সে বিষম ঠাঁই,
কেহই ফিরিয়ে তারা আসিল না আর,
তাই তোরে যে'তে ‘পুষি’ দিব না এবার!

৭

সেখানে মানুষ গেলে ভুলে যায় সব,
কি জানি সে মাঠে আছে, যাহারা সেখানে গেছে,
কিছুই থাকেনা মনে আত্মীয় বান্ধব!
কি আছে সে শূন্য মাঠে ভোলে যে মানব?

৮

শুনেছি সেখানে নাকি ঘর বাড়ী নাই,
শুনেছি সে শূন্য মাঠে, দিনে যেতে প্রাণ ফাটে,

বড়ই নির্জ্জন সেই সমাধির ঠাঁই !
যাস্‌নে রে, সন্ধ্যাকালে একা যেতে নাই !

৯

কি ক'রে কফিনে তুই থাকিবিরে শু'য়ে ?
উপরে বহিবে ঝড়, শিলাবৃষ্টি বহুতর,
একাকী 'দফন' ক'রে আসিবেরে থুয়ে !
কি করিয়া শূন্য মাঠে থাকিবিরে শু'য়ে ?

১০

একি রে সত্যই 'পুষি' ছাড়িয়া চলিলি ?
করুণা মমতা যত, সকলি জন্মের মত,—
আহা হা, পাষাণ প্রাণে মায়েরে ভুলিলি !
কি করিয়া দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিলি ?

১১

রাখগো কফিন তু'লে দেখি একবার,
দেখি এই জন্ম-শেষ, মায়ের সুন্দর বেশ,
দেখি অই পুষ্পময়ী বালিকা আমার !
দেখি আজ জন্ম-শেষ,—দেখিব না আর !

১২

এই যে রয়েছে পুষ্প মুদিয়া নয়ন,
পূর্ণিমার শশধর, যেন কাল জলধর,
চুরি করি রাখিয়াছে করি আচ্ছাদন !
এই যে কফিনে পুষ্প মুদিয়া নয়ন !

১৩

পুষ্পময়ি! মা আমার! নয়ন মেলিয়া
দেখ্ একবার চেয়ে, দেখ্‌রে পাষাণী মেয়ে,
বুকের পাষাণ খানি সরাইয়া দিয়া,
দেখ্ তোর অভাগিনী মায়েরে চাহিয়া!

১৪

হায়! হায়! সহেনারে, কি বলিব আর,
স্মরিতে ফাটেরে হিয়া, বুঝাইব কি যে দিয়া,
মা ব'লে মায়েরে 'পুষি' ডাক্ একবার,
হ'য়ে নব পুত্রবতী, হায় বিধি এ দুর্গতি,
লিখেছিলে কি যে পাপে কপালে আমার?
মা ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার!

১৫

থাকিবিনা যদি 'পুষি' যা তবে সেখানে,
যা তবে সেখানে তুই, কথা শুনে গোটা দুই,
বলিবি যাইয়া তোর ভাইদের স্থানে,
"মা দি'ছে পাঠা'য়ে ভাই, চল সবে চল যাই,
তোমাদেরে নিয়ে যাব মায়ের সেখানে!
যাবে ব'লে চলে এলে, আর না ফিরিয়ে গেলে,
দুখিনী জননী তাই কেঁদে মরে প্রাণে!
মা দি'ছে পাঠা'য়ে, চল মায়ের সেখানে!

ময়মনসিংহ।

মা-মরা মেয়ে।

১

মা-মরা দুখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, এ ঘরে ও ঘরে যেয়ে,
খোঁজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার!
শুধায় আসিয়া কাছে, "বাবাগো মা কোথা আছ?"
পারিনা উত্তর দিতে শিশু বালিকার!

২

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যারে দেখে তারে যেয়ে,
মা ব'লে আঁচল ধরে টানে অনিবার,
কিন্তু চেয়ে মুখপানে, ফিরে সে নিরাশ প্রাণে,
সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার!

৩

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, কোলে উঠে চেয়ে চেয়ে,
কিন্তু কে লইবে কোলে কে আছে তাহার!
কিছুতে নাহিক ভোলে, উঠিবে মায়ের কোলে,
পারিনা কোলের মেয়ে কোলে নিতে আর!

৪

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, চুমা খায় চেয়ে চেয়ে,
একাকী চুমিতে আজি বহে অশ্রুধার!

এই না দু'দিন আগে, দু'জনে কত সোহাগে,
একত্রে খেয়েছি চুমা কপোলে তাহার!

৫

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, থাকে শুধু পথ চেয়ে,
যে পথে চলিয়া গেছে জননী তাহার!
আসিতে চাহেনা ঘরে, কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার!

৬

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, বিছানায় শু'তে যেয়ে,
মায়ের লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার,
নিশীথে ঘুমের ঘোরে, মা বলিয়ে গলা ধরে,
কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার!

৭

মা-মরা দুখিনী মেয়ে, যদিও দেখিতে চেয়ে,
হৃদয়ে উছলে উঠে শোক পারাবার,
তবু জীবনের আশা, একমাত্র ভালবাসা,
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার!

৮

মণিরে গিয়েছে রেখে, হাসিব কাঁদিব দেখে,
সান্ত্বনা মণিই তার স্নেহ মমতার!
মণিরে রাখিয়া বুকে, মণিরে দেখিয়া সুখে,
অন্তিমে যাইব চলি নিকটে তাহার!
সারদার স্মৃতিচিহ্ন মণিই আমার!

ময়মনসিংহ।

কে আছে আমার ?

১

কে আছে আমার ?
এই যে বিশাল ধরা, কত রাজ্য দেশভরা,
কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তার !
কে আছে এ পৃথিবীতে, এ দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে,
একটু সান্ত্বনা দিতে কে আছে আমার ?
এত দুঃখে মনস্তাপে, এত কাঁদি শোকে তাপে,
এত যে ভাঙ্গিয়া গলা করি হাহাকার !
ভ্রূক্ষেপে চাহেনা ফিরে, কেহই শোনে না কিরে ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

২

কে আছে আমার, আমি একা—অসহায়,
দেখেছি আমার দুখে, দয়া নাই কারো বুকে,
এক বিন্দু অশ্রুজল নাহি এ ধরায় !
দেখেছি খুজিয়া ধরা, শুধু নিষ্ঠুরতা ভরা,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !
খুজিয়াছি পৃথিবীরে, অস্থি মজ্জা শিরে শিরে,
প্রতি অণু পরমাণু রেণু কণিকায়,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !

৩

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,
যেখানে-সেখানে আছি, মরি মরি—বাঁচি বাঁচি,
সংসার, তোমার তা'তে কিবা আ'সে যায় !
আমি যাই অধঃপাতে, ক্ষতি কি তোমার তা'তে,
কাঁদেনা তোমার প্রাণ পাষাণের প্রায় !
ভিখারী ভিক্ষুক বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায় !
একটী স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালবাসা,
একটী নিশ্বাস দীর্ঘ,—হায়, হায়, হায়,
পাইনা একট দয়া কাঁদিয়া কোথায় !

৪

একাকী সংসারে আমি, কে আছে আমার ?
ভাই-হারা বন্ধু-হারা, দেশ-ছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়া,
এমন কপালপোড়া আছে না কি আর ?
আছে কি আমার মত, জগতে দুর্ভাগা এত,
"আমার" বলিতে যার নাহি অধিকার ?
এমন "আমার-হারা," কোথা আছে আমি ছাড়া,
বিরাট বিশাল বিশ্ব খুঁজে মেলা ভার !
সামান্য পথের ধূলি, হৃদয়ে লইতে তুলি,
সঙ্কুচিত হয় চিত্ত নাহি পারি আর !
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

৫

আমি যেন সংসারের কেহ কিছু নই,
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকার!
রবি শশী সমুদয়, এই যে উদয় হয়,
ঘুচাইয়া সকলের আঁখি অন্ধকার;
ইহারা আমার তরে, আলো দান নাহি করে,
কে আমি এ সংসারের—আমি কোন্ ছার!
এই যে সমীর বহে, আমার লাগিয়া নহে,
তরু, তৃণ, ফল, শস্য ধরেনা আমার!
তবু বেহায়ার মত, ঘৃণায় লজ্জায় এত,
নিষ্ঠুর জগতে আছি, ধিক্ শতবার,
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমার!

৬

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায়?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায়!
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম হায়, হায়, হায়,
কেন এ সংসারে আছি—কার মমতায়?

৭

কোন্ কালে ছিঁড়িয়াছে ভবের বন্ধন,
মিছে সে আশায় আছি, মিছে সে আশায় বাঁচি,
মিছে শুধ দেশে দেশে করি অন্বেষণ।

এই যে বিশাল ধরা, এত নর নারী ভরা,
একটী মিলিল কই মমতা তেমন ?
এদেশে আছে কি তারা, পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া ?
দেবতা দৈত্যের দেশে তিষ্ঠেনা কখন !
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ !

৮

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,
তুমি কিরে জগবন্ধু জীবনের ভাই ?
তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হ'তে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবী সম আমি যারে চাই ?
দেখিলে বালিকা মেয়ে, মিছা কোলে করি যেয়ে,
প্রাণের প্রমদা ব'লে মিছে চুমা খাই !
কেহই বলেনা কথা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা,
অনাদরে প্রাণ মন পুড়ে হলো ছাই !
একটুকু ভালবাসা, একটী স্নেহের ভাষা,
এক ফোটা আখিজল কোথাও না পাই !
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই !
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই !

৯

মিছামিছি নিশি দিশি করি অন্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমেষে, অনন্ত আকাশ দেশে,
উঠে কত রবি শশী গ্রহ তারাগণ,

খুঁজিয়াছি পাতি পাতি, সে নব লাবণ্য ভাতি,
একটী সারদা নাহি মিলে কদাচন!
একটী ভগিনী ভাই, অনন্ত আকাশে নাই,
একটী প্রমদা নাহি তোষে প্রাণ মন!
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন!

১০

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
উপবনে শত শত, দেখেছি কুসুম কত,
কামিনী গোলাপ কুন্দ করবী কাঞ্চন!
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে, কি মঞ্জরী কি মুকুলে,
সারদার স্নেহ সুধা মিলেনা তেমন!
ভগিনী ভাইয়ের মত, ভালবাসা নাহি তত,
সামান্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন!
দেখিয়াছি সরোবরে, কমল কুমুদ থরে,
একটী প্রমদা নাহি ফোটে কদাচন!
মালতী মাধবী জাতি, সূর্য্যমুখী বেলী যূথী,
বকুল বান্ধুলী বক সেউতী রঙ্গন,
দেখেছি কুসুম কত, উপবনে শত শত,
একটী সারদা ফুল ফোটেনা কখন!
দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন!

১১

শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কূজন,
শুনিয়াছি শাখে শাখে, পাপিয়া দয়েল ডাকে,
শ্যামার সঙ্গীতে বটে ভুলায় ভুবন,

দেখিয়াছি যথা তথা, মৃততরু মৃতলতা,
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে জাগে উপবন !
কিন্তু এ পাখীর গানে, সে সুধা পশেনা প্রাণে,
সারদা-প্রমদা সুধা ঢালিত যেমন !
ভগিনী ভাইয়ের ভাষা, মিটাইত যত আশা,
কলকণ্ঠে সে পিপাসা হয়না বারণ !
শুনেছি বসন্তকালে কোকিল কূজন !

১২

মিছামিছি দিশি দিশি ভ্রমি অকারণ,
দেখিয়াছি অন্বেষিয়া, অমর ভুবনে গিয়া,
দেবতা ছত্রিশ কোটি সুরবালাগণ,
অমর ঐশ্বর্য্য চয়, দেখিয়াছি সমুদয়,
দেখিয়াছি কুসুমিত দেব উপবন !
সারদা ভগিনী ভাই, প্রমদা সেখানে নাই,
অমর জানেনা আহা মমতা তেমন !
দেখিয়াছি পরখিয়া, দেবতার সুধা দিয়া,
প্রাণের জ্বলন্ত জ্বালা নহে নিবারণ !
দেবতা জানেনা আহা মমতা তেমন !

১৩

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
দেখেছি খুঁজিয়া স্বর্গ, মিলে বটে চতুর্ব্বর্গ,
মিলে সুখ মিলে শান্তি অনন্ত জীবন !
দেখিয়াছি অন্বেষিলে, সালোক্য সাযুজ্য মিলে,
মিলে সে নির্ব্বাণ মুক্তি করিলে সাধন !

কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে, জনক জননী নামে,
দেবের দেবতা নাহি মিলে কদাচন!
কোথা সে পবিত্র ঠাঁই, কল্পনায় নাহি পাই,
কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করিছে পূজন,
দেবের দেবতা তারা কোথায় এখন!

১৪

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
ত্রিদিবেও নাহি যারা, বৃথা খুঁজি বসুন্ধরা,
কে আছে এমন মূর্খ আমার মতন?
শুধু এ দৈত্যের দেশে, মানব মানবী বেশে,
দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন!
করুণা মমতা শূন্য, নাহি জানে পাপ পুণ্য,
'পিশাচ রাক্ষস গুলা কাহার সৃজন?
মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ!

১৫

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায়?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিক অন্য,
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায়!
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম—হায়! হায়! হায়!
কেন এ সংসারে আছি,—কার মমতায়?

৫ই ফাল্গুন—১২৯৩ সন,
শীতলপুর—বাগানবাটী।

শ্মশানে সম্ভাষণ।

১

সারদা! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি আমি, তোমার সে 'প্রিয় স্বামী',
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
আদরে হৃদয়ে লহ, হাসি মুখে কথা কহ,
অলস অবশ অঙ্গে লহ জড়াইয়া!
তুমি বিনে নাহি কেহ, কে আর করিবে স্নেহ?
বড় শ্রান্ত বড় ক্লান্ত, এসেছি চলিয়া,
চখে জল মুখে হাসি, স্নেহময়ী রূপরাশি,
পরাণে ভরিয়া লহ শত চুম্ব দিয়া!
কেন আছ ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

২

সারদা! এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
আজি কত দিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশানশয্যায় হেন,
অযতনে ছাই ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?
সরলা! আমারি লাগি, নিশি দিন জাগি জাগি,
আছ ঘুমে অচেতন জ্ঞান হারাইয়া,
অযতনে ছাই ভস্মে শ্মশানে শুইয়া?

৩

ওঠ, ওঠ!
এই যে এসেছি আমি দেখগো চাহিয়া,
এই যে এসেছি দেশে, উদাসী বিদেশী বেশে,
তোমারে হৃদয়রাণি, দেখিব বলিয়া!
চাহগো বদন তুলে, কমল নয়ন খুলে,
এত হাহাকার কিগো শোন না শুনিয়া?
না শুনে তোমার কথা, না বুঝে তোমার ব্যথা,
বিদেশে গেছি যে দেবি তোমারে ছাড়িয়া,
সেই মানে অভিমানে, পাষাণ বাঁধিয়া প্রাণে,
ছাই ভস্মে চন্দ্রমুখ আছ লুকাইয়া?
আরো অভিমান কত, করেছ ত অবিরত,
আবার ভুলিয়া গেছ কাঁদিয়া হাসিয়া!
কি দোষ করেছি পায়, এ মান যে নাহি যায়,
কাতরে করুণকণ্ঠে সহস্র সাধিয়া?
এই যে এসেছি দেবি দেখগো চাহিয়া!

৪

ওঠ, ওঠ, আর কেন—চল যাই ঘরে,
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে?
কে কোথা কুলের নারী, ছেড়ে এসে ঘর বাড়ী,
একা এসে শুয়ে থাকে চিতার উপরে?
কত লোকে দেখে যায়, ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায়,
ছি ছি ছি, নাহি কি লজ্জা নারীর অন্তরে?
কে কোথা রমণী হেন অভিমান করে?

৫

বিদেশে যাবনা আর ছাড়িয়া তোমায়,
ওঠ মান পরিহরি, বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ওঠ গো করুণাময়ি স্নেহ মমতায়!
আর না বিদেশে যা'ব, না হয় মাগিয়া খা'ব,
ধিক্ সে দাসত্বে ধিক্ শত ধিক্ তায়!
ধিক্ সে সম্মান অর্থে, যে তোমার পরিবর্ত্তে,
স্বর্গের সাম্রাজ্য আমি ঠেলে ফেলি পায়!
যার যাহা মনে লয়, বলুক্—করিনা ভয়,
ভ্রুক্ষেপ করিনা, তুচ্ছ পরের কথায়!
একাহারে উপবাসে, থাকিব তোমার পাশে,
ভুলে যা'ব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায়!
চাঁদেরে দেখিয়া রেতে, আনন্দ উল্লাসে মেতে,
চঞ্চল চকোর যথা সব ভুলে যায়,
ভুলে যা'ব ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখিয়া তোমায়!

৬

ওঠ দেবি দয়াময়ি, চল যাই ঘরে,
কত দুঃখ কষ্ট সয়ে, কত জ্বালাতন হ'য়ে,
এই যে এসেছি ফিরে এত দিন পরে,
দেখিয়া তোমার মুখ, জুড়াইব দগ্ধ বুক,
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ সুধার সাগরে,
ওঠ ভগ্নি, ওঠ ভাই, ওঠ জায়া ঘরে যাই,
লহ জননীর যত্নে পিতার আদরে!

সকলের স্নেহসিন্ধু, উজলিয়া উঠ ইন্দু,
তোমার অমৃতময় প্রেমময় করে!
তুমি বিনা কেবা আছে, যাইব কাহার কাছে,
ভ্রমিয়া দেখেছি সব দেশ দেশান্তরে,
সংসারে মমতা নাই, আছে ভস্ম—আছে ছাই,
আছে রাক্ষসের রাজ্যে ঘৃণা পরস্পরে,
নাই অশ্রু দীন দুঃখী শোকার্ত্তের তরে!

৭

ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে, লও সে উদার বুকে,
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা, পদাঘাতে ঠেলে ফেলা,
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার!
সংসারের শত পাপে, জ্বলে প্রাণ পরিতাপে,
পবিত্র করিয়ে লও পরশে তোমার!
দুঃখীরে করিতে স্নেহ, জগতে নাহি যে কেহ,
কেবল তুমিই আছ প্রেমপারাবার,
ওঠ দেবি দয়াময়ি দেবতা আমার!

৮

এই ঘোর অন্ধকার নিশীথ সময়,
কেমনে থাকিবে তুমি, একেলা শ্মশান ভূমি,
মানুষ দূরের কথা যমে করে ভয়!
শিয়াল শকুন পড়া, আধা খাওয়া পচা মরা,
চড়িয়া আসিবে ভূত পিশাচ নিচয়!

বসিয়া মরার কাঁধে, খাবে মরা নানা ছাঁদে,
দৌড়িয়া ছুটিবে মরা চারিদ্দিক্ ময়!
আসিবে কবন্ধ দানা, ডাকিনী যোগিনী নানা,
উভে উভে গিলে মরা খাবে সমুদয়!
পচা যত নাড়ীভুঁড়ি, খাইবে পেতিনী বুড়ী,
ছ'কসে গলিত বিষ্ঠা ধারা বেয়ে বয়!
পরিয়া মরার হাড়, সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার,
নাচিবে উলঙ্গ প্রেত পিশাচ নিচয়!
সে বিশাল লম্ফে ঝম্পে, আতঙ্কে ধরণী কম্পে,
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন ভয়ে মরে রয়!
দানবের সে তাণ্ডবে, সরলা! কেমনে রবে,
একেলা থাকিতে তব ভয় নাহি হয়?
কে আছে মানুষ হেথা এমন সময়?

৯

ওঠ দেবি প্রাণময়ি চল যাই ঘরে,
ছি ছি ছি! নারী কি এত অভিমান করে?
আহা ও সোণার দেহ, কে করে যতন স্নেহ,
অযতনে পড়ে আছে চিতার উপরে!
এই যে পড়িছে হিম, অনন্ত—অপরিসীম,
শীতে যেন তরুলতা কাঁপে থরথরে!
কেন ঘর বাড়ী থুয়ে, শ্মশানে রহিলে শুয়ে,
যামিনী দেখিয়া তার আঁখি-জল ঝরে!
সরলা! তোমারি দুখে, অই যে বিষণ্ণ মুখে,
কাতরে শিয়ালগুলি "আহা, উহু" করে!

এমন সোণার দেহ, শ্মশানে দেখিয়া কেহ,
ধৈরয ধরিতে নাকি পারে গো অন্তরে?
ওঠ দেবি দয়াময়ি চল যাই ঘরে!

১০

ওঠ দেবি দয়াময়ি সারদা আমার,
ঠেলে ফেলে ভস্ম ছাই, ওঠ, চল, ঘরে যাই,
থাকিবে শ্মশানে শুয়ে কত কাল আর?
দিন দিন প্রতিদিন, ক্রমশঃ হতেছে লীন,
মাটীতে মিশিল প্রায় চিতার অঙ্গার!
তবু কি যায়নি মান, হয়নি প্রসন্ন প্রাণ,
শুনিয়া শোননা কিগো এত হাহাকার?
অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার?

২১শে আষাঢ়—১২৯৫ সন,
কলিকাতা।

শ্মশান-সঙ্গীত।

কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশানভূমি,
যেথানে মিশিয়ে আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি!
যেথানে তোমারে গিয়ে, হৃদয়ে পাইব প্রিয়ে,
কে জানে তাহারে আহা কত ভালবাসি আমি!
যেথানে তোমার কাছে, প্রাণের প্রমদা আছে,
মেয়ে নিয়ে খেল প্রিয়ে আদরে বদন চুমি!
জনক জননী যথা, ভগিনী মমতা লতা,
ডাকিছে লইতে কোলে "এস বৎস! এস তুমি!"

ডাকিছে প্রাণের ভাই, "এস দাদা! ভয় নাই,
আমরা সকলে আছি,—কেনগো একাকী তুমি?"
সুখ শান্তি যদি থাকে, যদি কোথা স্বর্গ থাকে,
তবে সে শ্মশানভূমি! তবে সে শ্মশানভূমি!
প্রজ্জ্বলিত সে অনলে, শোক তাপ যাবে জ্বলে,
আনন্দ, অমৃত, প্রেম দিবে সে শ্মশানভূমি!

স্মৃতি-সঙ্গীত।

আহা! গেল সে কোথায়?
এই যে আছিল বুকে, হাসিমাখা সোণামুখে,
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়!
এই যে পড়েছে হাসি, এই যে সে সুধা রাশি,
এই যে এখনো প্রাণ মাখা-মাখা তায়!
এই যে সে দেহগন্ধ, মোহময় মৃদু মন্দ,
এখনো এখনো যেন উছলে হিয়ায়!
এই যে এখনো কাণে, বাজে সে ত্রিদিব তানে,
করুণ কোমল ভাষা হায়, হায়, হায়!
দেখি যেন কাছে কাছে, সে মূর্ত্তি এখনো আছে,
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়!
চাহিতে পশ্চাৎভাগে, দেখি যেন যায় আগে,
কি জানি কেমনে আহা কোথায় মিশায়!
মলয় বাতাসে আ'সে, চাঁদের কিরণে ভাসে,
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায়!
আহা! গেল সে কোথায়?

বিদায়-সঙ্গীত।

যাই যাই যাই নাথ, অনন্তে মিশাই,
কে জানে আর তোমার দেখা পাই কি না পাই!
যত ছিল মনে আশা, যত ছিল ভালবাসা,
সকলি শ্মশানে আজি পু'ড়ে হ'ল ছাই!
রহিল প্রাণের মণি, রাখিও স্নেহ তেমনি,
তুমি বিনে অভাগীর আর কেহ নাই!
করেছি যে অপরাধ, ক্ষমা কর প্রাণনাথ,
আজিই বিদায় শেষ এই ভিক্ষা চাই!
জানি না যেতেছি কই, জানিনা যেতেছি বই,
জানিনা অজ্ঞাত রাজ্য তবু তথা যাই!

কেহ কা'রো নয়।

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
"তুমি আমার, আমি তোমার" মুখে শুধু কয়!
কত দিন বলিয়াছি, তুমি আছ ব'লে আছি,
প্রাণ গেলে ভুলিবনা,—অভিন্ন হৃদয়!
কত দিন বলিয়াছি, তুমি আছ ব'লে আছি,
জীবনে মরণে মাথা, উভয়ে উভয়!
কিন্তু আজি হায় হায়, ভুলেছি সে সমুদায়,
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয়!
দিনান্তে একটী বার, এক বিন্দু অশ্রুধার,
দেই কি না দেই তারে যদি মনে হয়!

স্বপ্ন-সঙ্গীত।

রাগিণী পিলু বাঁরোয়া—তাল কাওয়ালী।

প্রিয়ে! কি তুমি এসেছিলে?
নহিলে অমৃত হেন প্রাণে কে পশিলে?
কাল্ রেতে দু'পহরে, দেখিনু ঘুমের ঘোরে,
গভীর নিশীথে সেই সবে ঘুমাইলে;
কে যেন আসিয়া হায়, বসি মোর বিছানায়,
কাণে কাণে কি কহিয়া ঘুম ভেঙ্গে দিলে!
ঠিক্ তব রূপরাশি, তোমারি মতন হাসি,
চকোর চঞ্চল হয় সেও লো হাসিলে!
ধবল বসন পরা, বেলি-বাস গায় ভরা,
আঁধারে আলোক হয় সেও দেখা দিলে!
সরলা তোমারি মত, লাজে আখি অবনত,
পরাণ কাড়িয়া নেয় একটু চাহিলে!
সুন্দর গোলাপী গাল, তোমারি মতন লাল,
জানিনা বিধাতা জানি কিসে বানাইলে!
হাসিয়া সে সোণামুখে, ঢলিয়া পড়িল বুকে,
গলিয়া অমৃত ধারা পরাণে পশিলে!
সরলা! সত্যই কাল্ তুমি এসেছিলে?

১১ই শ্রাবণ—১২৮৯ সন,

ময়মনসিংহ।

সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য।

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।"

১

এমন, সুন্দর নাগর কেহে?
প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমেই বিহ্বল,
পরাণ পাগল স্নেহে!
স্কন্ধ বিলম্বিনী, প্রিয় প্রণয়িনী,
যেন, প্রেমের প্রবাহ দেহে!
এমন, উদার প্রেমিক কেহে?

২

প্রেমের ধেয়ান, প্রেমের গেয়ান,
প্রেমিক তাপসবর,
তাধিয়া তাধিয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া,
বড় সুন্দর নাচিছে হর!
পিশাচ ভূত, প্রেত অযুত,
বাজায় ডমরু গাল,
বিকট রঙ্গে, প্রমথ সঙ্গে,
নাচিছে তাল বেতাল!
বিশ্ব প্রেমিক, পিণাকধৃক্,
পঞ্চমে ধরিছে তান,
উথলে রুদ্র স্বর সমুদ্র,
প্রথমে গাহিছে গান!
বিরাট দম্ভে, ধরণী কম্পে,
ক্ষুব্ধ চরণ ভরে,

নাহিক শব্দ, সমীর স্তব্ধ,
বাসুকী কাঁপিছে ডরে!
এমন, প্রেমের পাগল কেহে?

৩

প্রেমে ঢল ঢল, রক্ত উজ্জ্বল,
ঊর্দ্ধ নয়ন দ্বয়,
বিশ্ব দাহ, বহ্নি প্রবাহ,
ললাট ভাসা'য়ে বয়!
বিরহ কঙ্কাল, গলে অস্থি মাল,
দুলিতেছে দলমল,
মহা কালকূট, কলঙ্ক গরল,
করেছে কণ্ঠের তল!
পর উপহাস, পরা দিক্‌বাস
লজ্জায় কেহ না চায়,
মাথার উপর, গর্জ্জে বিষধর,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তায়!
রূপ রুদ্রাক্ষে, রুদ্র কটাক্ষে,
লুপ্ত কলুষ মোহ,
জ্ঞান চৈতন্য, প্রেমেরি জন্য,
নেত্রে গলিত লোহ!
প্রেম প্রশান্তি, বিনোদ কান্তি,
অকলঙ্ক শশধর,
শোভিছে কপালে, স্নিগ্ধ কর জালে,
জগত উজ্জ্বলতর।

স্বার্থ, স্মুরতি, ভস্ম বিভূতি,
রঞ্জিত সুন্দর কায়,
শিরে, প্রেঁমেরি গঙ্গা. চল তরঙ্গা,
ত্রিলোক উদ্ধারি ধায়!
এ নব বেশ, ভোলা মহেশ,
প্রেমের রজত রবি,
প্রণয় মগ্ন, হৃদয় ভগ্ন,
আদরে বন্দিছে কবি!

৪

এমন, প্রেমের পাগল কেহে!
নাহি দিন রাত, নাহি শীত বাত,
সুস্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাচিয়া গাইয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া
পাগল করিল প্রাণ!
আপনি মাতিল, পরে মাতাইল,
কি যাদু করিল হর,
আকাশ পাতাল, সকলি মাতাল,
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর!
বাজে রুদ্র তাল, মত্ত মহাকাল,
মুগ্ধ জগত নাচে,
ছাড়িয়া যে যাহার, ছুটিল সংসার,
পাগল ভোলার পাছে!
সমীর ধায় হু হু, বজ্র গর্জ্জে মুহুঃ,
বিজলী চলিল হেসে,

তারকা কোটি কোটি,　করিছে ছুটাছুটি,
আকাশে উন্মত্ত বেশে!
গ্রহ উপগ্রহ,　ভ্রমিছে অহরহ,
চৌদিকে সর্ব্বদা তার,
বসন্ত ঋতু ছয়,　মুগ্ধ হৃদয়,
মাস পক্ষ তিথি বার!
ছুটিছে নদীকুল,　করিয়ে কুল্ কুল্,
গাইয়া প্রেমের গান,
নীরধি প্রেমাকুল,　নিরখি সে অকূল,
আহ্লাদে ডাকিছে বান,
শ্যামল তরুদল,　লইয়ে ফুল ফল,
অঞ্জলি করিয়ে আছে,
লতিকা পুষ্পবতী,　উদার প্রেমে সতী,
ভুলেছে ভোলার নাচে!
কোকিলা করে গান,　পাপিয়া ধরে তান,
শ্যামা সুন্দর ভাষে,
খঞ্জন শিখিবধু,　নাচে মৃদু মৃদু,
তাহারি প্রেম বিলাসে!
স্বর্গে দেবগণ,　পাতালে নাগগণ,
মর্ত্ত্যে মানবচয়,
তুলিয়া উর্দ্ধে হাত,　গাহিছে এক সাথ,
"জয় প্রেমেরি জয়!"
বাজিছে রুদ্রতাল,　নাচিছে প্রেতপাল,
চিত্ত প্রেমেতে লয়,

গলিত শব গন্ধে, পিশাচ মহানন্দে,
গাইছে প্রেমেরি জয়!
প্রেমেরি সুধা স্বাদে, প্রেমেরি প্রসাদে,
হ'য়ে হর মৃত্যুঞ্জয়,
তুলিয়া উর্দ্ধে হাত, গাহিছে বিশ্বনাথ,
"জয় প্রেমেরি জয়!"
নিঃস্বার্থ প্রেমে তার, কাম ছারখার,
হৃদয় বৈরাগ্যময়,
সেই নিষ্কাম প্রেম ছবি, নিরখি গায় কবি,
"জয় প্রেমেরি জয়!"

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—১২৯০ সন,
কলিকাতা।

ছুঁয়োনা।

১

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!
লাগিলে গায় গায়,
সহজে ভেঙ্গে যায়,
রাখহে ভালবাসা বাসনা হীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন

২

নিশ্বাসে যাবে গ'লে,
পাবে বিশ্বাসী হ'লে,
আশ্বাসে থাক চিরদিন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৩

থাকিলে দূরে দূরে,
পাবে ভুবন যুড়ে,
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৪

কি কায দেখাদেখি,
থাক একাএকী,
করহে পরাণে পরাণে লীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৫

স্বচ্ছ সরল বুকে,
গোপনে রাখ সুখে,
সরসী রাখে যথা হরষে মীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৬

পরশে হয় কালা,
দরশে বাড়ে জ্বালা,
মানসে ফোটে সুধু প্রেম নলিন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৭

কেন এ কাঁদা হাসা,
আকুল এ পিপাসা,
কলঙ্কে শশী কালা—কোলে হরিণ!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৮

কিছুই চেয়োনাকো,
কেবলি দিতে থাকো,
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর প্রেম ঋণ!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৯

ধরাতে দেবতা সে,
যে হেন ভালবাসে,
বিরহ হা হুতাশে মরেনা সে কোন দিন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

১লা শ্রাবণ—১২৯৪ সন,
শীতলপুর বাগানবাটী।

শ্মশানে-শিব।

বড় ভালবাসি তোমারে!
প্রেমের প্রতিমা হেন দেখিনা কারে!
কি জানি কি মনে লয়, পরাণ পাগল হয়,
দেখিলে ও রূপ রাশি (ভাসি) নয়ন ধারে,
তুমিহে পাগল ভোলা, দয়ার দুয়ার খোলা,
জগতে জাননা পর কখনো কারে!
নিষ্ঠুর মানুষ হায়, পোড়াইয়া ফেলে যায়,
ভুলিয়া সে দয়া মায়া যখন যারে,
হে দেব তখনি তুমি, যেয়ে সে শ্মশান ভূমি,
আকুল অস্থির হও ভাবিয়া তারে!
হেরি সেই ছাই পাঁশে, নয়ন মুদিয়া আ'সে,
দয়ার আঁখি কি তব দেখিতে পারে?
তাই হে কাতর প্রাণে, চেয়ে আছ শূন্যপানে,
কে বোঝে হৃদয় তব শুধা'ব কারে!
করুণা মমতা মাখা, ভালবাসা ভস্মে ঢাকা,
মাখ সে বিভূতি বুকে আদরে তারে!
পরের জন্য সন্ন্যাসী, তুমি হে শ্মশানবাসী,
পর মহাশঙ্খ মালা (সে) মরার হাড়ে!
এমন হৃদয় আর, আছে কোন্ দেবতার,
কে হেন পরের দুখে কাঁদিতে পারে?
সুখ শান্তি পায় ঠেলি, স্বর্গের সাম্রাজ্য ফেলি,
উলঙ্গ সন্ন্যাসী বেশে (কে) সংসার ছাড়ে?

কার হেন দয়া বুকে, কে হেন পরের দুখে,
আকণ্ঠ গরল পান করিতে পারে?
কাঙ্গালের এই ভিক্ষা, দেও দেব এই শিক্ষা,
শুষিব গরল সিন্ধু পর উপকারে!

বসন্ত-পূর্ণিমা।

১

আ ছি ছি! শশধর, অত কেন হাসি?
একটু থামনা ভাই, আর কি সময় নাই,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বিলাসী?
বসন্তের হাওয়া খাওয়া, নিশিতে বেড়া'তে যাওয়া,
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি!
অই দেখ কত তারা, বালিকা রূপসী যারা,
পলাইছে তব ডরে পাড়ার পরশী!
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে, কি বলিবে ঘরে যেয়ে,
ভেঙ্গেছে আছাড় খেয়ে কাঁকের কলসী!
আ ছি ছি! শশধর, অত কেন হাসি?

২

বোঝনা যে ভাই তুমি অই বড় দুখ,
পথে ঘাটে একা পেয়ে, গৃহস্থের বউ মেয়ে,
কে থাকে অমন চেয়ে নিলাজ কামুক?

* * * *

খে'লে কি লাজের মাথা, আ ছি, শোননা কথা,
এখন রাখিয়া দাও তামাসা কৌতুক,
বোঝনা যে শশধর অই বড় দুখ!

৩

আ ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি?
বহুদিন হ'তে ভাই, ফিরিয়া ফিরিয়া যাই,
বলিতে একটী কথা প্রতিদিন আসি!
বলিতে পারিনা নিতি, এ তোমার কিযে রীতি,
শোন না কাযের কথা শুধু হাসাহাসি!
না লও কিছুর তত্ত্ব, সদা আছ উনমত্ত,
মানব হইতে যেন ভোগ অভিলাষী!
আ'সে কি সত্যই হায়, দক্ষিণ মলয় বায়,
তোমার গায়ের গন্ধ পরিমল রাশি?
মাখিয়াছ পমেটম্, লেভেণ্ডার ডি-কলন্,
বাঙ্গালী বাবুর মত তুমিও বিলাসী?
হেমময়ী তারাগুলি, রূপের বাজার খুলি,
মিলেছে মেলায় ও কি পারিসে রূপসী?
আকাশের আকবর, তুমি কিহে শশধর,
আজি তব খোস্‌রোজ নিশি পৌর্ণমাসী?
আ ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি?

৪

কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর?
লাজ নাই লজ্জা নাই, ছি ছি লাজে মরে যাই,
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সুধাকর!

গৃহস্থ মেয়ের কাছে, অত কি হাসিতে আছে,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বর্ব্বর ?
শশাঙ্ক, তোমারে-নয়ে, বৃথা নিন্দা নাহি করে,
চির কলঙ্কীর বল কলঙ্কে কি ডর ?

৫

আ ছি ছি ! অত হাসি কেন শশধর ?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে, হাস তুমি কোন্ সুখে,
মর্ত্ত্যের মানব আমি চক্ষের উপর !
দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ নাকি বসুন্ধরা,
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর !
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর !
বিড়ম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধূ ধূ করে মরু ভয়ঙ্কর !
হায় হায় কত পাপে, বর্ষে অশ্রু অনুতাপে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর !
ইহা কি দেখিয়া নিত্য, হয় না ব্যথিত চিত্ত,
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর ?
কঠিন শিলার সম, প্রাণ তব নিরমম,
ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর !
নির্ম্মম মানব মত, দৃক্‌পাত নাহি তত,
দুয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর !
ধিক্ তব দেবনেত্রে ওহে শশধর !

৬

বল শশি, বল শুনি হাস কোন্ প্রাণে?
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের একশেষ,
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে,
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপ মনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে,
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি,
সত্যই করুণা কিহে হইল না প্রাণে?
হৃদয় বেঁধেছ হায় এমনি পাষাণে?

৭

কি ক'রে কঠিন এত হ'লে শশধর?
আহা হা ভারত ভুমি, কি ক'রে দেখিয়া তুমি,
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর?
যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনক রেণু পর্ব্বত নির্ঝর!
যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর!
যে দেশে শ্মশান-ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে,
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর!
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবা'য়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর!
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে,
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর,
নর দুঃখে অমর কি হয় না কাতর?

৮

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে না কি প্রাণ ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কিহে,
এক বিন্দু অশ্রুজল করনি প্রদান ?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখনি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস—সন্তান শ্মশান ?
সত্যই দেখিয়া শশি কাঁদেনি কি প্রাণ ?
যে দেশের বীর নারী, বর্ম্ম চর্ম্ম অসি ধরি,
রণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে, সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারী কালীর কৃপাণ !
যে জাতির পদভরে, বাসুকি কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়,
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান !
কিসে ইহা দেখি শশি, হাসিতেছ অত হাসি,
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ,
পতিত ভারত দুঃখে নাহি কাঁদে প্রাণ ?

৯

নাহি কাঁদে না কাঁদুক—কিন্তু শশধর,
জিজ্ঞাসি কথাটী সেই দাওনা উত্তর ?
শুনেছি লোকের কাছে, তোমার হে সুধা আছে,
সুধার আকর নাকি তুমি সুধাকর ?

যে সুধায় মরা বাঁচে, তাই কি তোমার আছে,
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাওনা উত্তর ?
যে সুধায় ওহে সোম, বাঁচিল গিরিশ রোম,
সেই সুধা আছে নাকি ওহে শশধর,
নীরবে রহিলে কেন—দাওনা উত্তর ?

১০

মিছা কথা—প্রবঞ্চনা !
কিছুতে বিশ্বাস মম হয়না কখন,
তুমি সুধাকর সেই সুধা প্রস্রবণ !
তোমার (ও) কৌমুদী হাসি, সঞ্জীবনী সুধারাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন,
প্রাণ ভরা যে দুর্ভোগ, অধীনতা মহারোগ,
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন !

১১

শশধর !
যদি তাই সত্য হবে, তা' হ'লে কি আর,
সোণার ভারত এত হ'ত ছারখার ?
নিত্য'হাস এত হাসি, ছড়াও কৌমুদী রাশি,
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার !
কোথা সে কোশল দেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ ভস্মশেষ,
জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবার !
এই যে ভারত ভরা, শশধর ! এত মরা,
এত চিতা ভস্মরাশি এত পোড়া হাড়,

কে বাঁচিল—কই কই, বল শুনে সুখী হই,
জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার?
মৃত কি জাগিল কেহ অমৃতে তোমার?

১২

আ ছি ছি!
তবে কেন অত হাসি হাস শশধর?
জ্ঞানহীন লজ্জাহীন, মূর্খ তুমি চিরদিন,
সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর!
দেবতার ভোগ্য যাহা, চণ্ডালে দিয়াছ তাহা,
ভাবিতে পারিনা, চিত্ত কাঁপে থর থর!
এখন তোমারি বলে, তোমারে গ্রাসে কবলে,
প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত রাহু কৃতঘ্ন পামর!
সে চণ্ডাল স্পর্শে হায়, আরো দেখ শুভ্রকায়,
মেখেছ কলঙ্ক কালী কত শশধর,
ছি! ছি! ছি! তথাপি হাস নিলাজ অমর?

১৩

যাও তুমি দূর হও,
ভারত আকাশে এসে উঠিওনা আর,
মিলে সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই,
যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ব্বার,
উত্তোলিব নবশশী মথি পারাবার!
যে সুধায় বাঁচে মরা, সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার,
বিনাশিব সুদর্শনে রাহু দুরাচার!

মৃত এ কৌমুদী রাশি, এ হইতে ভালবাসি,
অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার,
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর!

১৮ই মাঘ—১২৯১ সন,
ময়মনসিংহ।

গোলাপের প্রতি।

১

প্রিয়া-কর পরিত্যক্ত হা রে ও গোলাপ,
সত্যই আমার মত তোর ও কিরে পাপ ?
তুইও কি আমার মত, বিপন্ন দুর্ভাগা এত,
তোর ও কি কপালে আহা এত অভিশাপ ?
পরেনি চিকণ চুলে, পরে নাই কর্ণমূলে,
অনাদরে ত্যজিয়াছে চারু চন্দ্রচাপ!
মোহময় স্পর্শ তার, আমিও পা'বনা আর,
প্রাণ ভরা রহিয়াছে শত পরিতাপ!
গোলাপ! আমার মত তোর ও কিরে পাপ ?

২

আয়রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয়,
প্রিয়া-কর পরশিয়া, আসিলি অমৃত নিয়া,
দেখিব জ্বলন্ত যদি হৃদয় জুড়ায়!
আয় তোরে বুকে ধরি, আয়রে চুম্বন করি,
দেখি তোর মুখে কত মধু পাওয়া যায়!

পরাণ করিলি চুরি, কি লাবণ্য কি মাধুরী,
ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ মাখা তোর গায়!
আয়রে হৃদয়ে ধরি, আয়রে চুম্বন করি,
সমুজ্জ্বল তুই তার কপোল আভায়!
আয়রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয়!

৩

তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ,
দিয়েছে হৃদয়রাণী, আশার আশ্বাস বাণী,
আকুল পরাণে ঢেলে অনন্ত আহ্লাদ!
মনে লয় সর্ব্বদাই, বুকে রাখি, চুমা খাই,
সত্যই গোলাপ তাই এত করে সাধ!
বল্ কোথা মুক্তকেশে, প্রিয় সরস্বতী বেশে,
বিরাজে বিনোদী দেবী বল্ সে সম্বাদ!
তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ!

১১ই ভাদ্র রাত্রি—১২৯৩ সন,
জয়দেবপুর।

মনের কথা।

১

প্রাণময়ি প্রিয় দেবি কত দিন হায়,
ভাবিয়াছি এক দিন বলিব তোমায়!
কিন্তু প্রিয়ে কত দিন, বৎসরে হইল লীন,
বলিব বলিব করি গেল সমুদায়!

শত যত্নে নিরবধি, শত অন্বেষণে যদি,
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সেই নাহি পাওয়া যায়,
যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে, সে মুহূর্ত্ত নাহি থাকে,
এ দগ্ধ জীবনে দেবি হায় ! হায় ! হায় !
বলনা কেমনে তবে বলিব তোমায় ?

২

বল তবে, বল দেবি বলিব কেমনে,
এত যদি থাকে বাদ বিধাতার মনে ?
রহিল জন্মের মত, সে আশা বাসনা যত,
ডুবিয়া পাষাণ বুকে অস্থি আচ্ছাদনে,
অবনীর গর্ভগত, অনল সিন্ধুর মত,
প্রলয়ের মহাবহ্নি রহিল গোপনে,
ভাঙ্গিতে চুরিতে বুক ঘোর ভূকম্পনে !

৩

রহিল জন্মের মত—মিলিলনা আর,
সে পুণ্য অমৃতযোগ জীবনে আমার !
কত যে ধরিয়া পায়, কাঁদিয়াছি হায় হায়,
সরলা ! আছে কি আজি স্মরণে তোমার ?
উন্মত্ত ক্ষিপ্তের মত, আকুল আগ্রহে কত,
টানিয়া আনিয়া বুকে করি হাহাকার—
মনে আছে ?—চুম্বিয়াছি চরণ তোমার !

৪

সত্য বটে এ জীবনে সে মুহূর্ত্ত হায়,
পেয়েছিনু বহুদিন তোমার দয়ায় !

কিন্তু কি বলিব দুখে, তোমারে লইলে বুকে,
শীতের সুদীর্ঘ নিশি তিলেকে পোহায়!
চুম্বিতে ও বিম্বাধরে, রবি উঠে রাগ ভরে,
হেরিতে বদন-শশী শশী অস্ত যায়!
সত্যই তোমার কাছে, সময়ের পাখা আছে,
বল না কেমনে প্রিয়ে বলিব তোমায়?
বলি বলি করি নিশি ভোর হ'য়ে যায়!

৫

বলনা কেমনে দেবি! বলিব তোমায়?
কি জানি তোমাতে আছে, গেলেই তোমার কাছে,
নয়ন নিমেষ ভোলে, বচন জিহ্বায়!
তোমারে লইলে কোলে, হৃদয় আপনা ভোলে,
কেমন মধুর এক মদের নেশায়!
বল না কেমনে দেবি বলিব তোমায়?

৬

আজ—
এই যে পর্ব্বত তলে এই গারো দেশে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে!
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি, তথাপি তিষ্ঠিতে নারি,
সেই মোহ—সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে!
তেমতি অবাঙ্‌ মুখে, চেয়ে থাকি শশিমুখে,
কিন্তু গো জাগিয়া দেখি সেই নিশি শেষে,

তুমি স্বর্গে—দেবপুরে, আমি মর্ত্ত্যে বহু দূরে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে,
রয়েছি পর্ব্বত তলে—এই গারো দেশে !

৭

দেবি !
কোথা পা'ব তব সম সুহৃৎ সুজন,
প্রাণের অধিক প্রিয়, হৃদয়ের পূজনীয়,
প্রেমের প্রতিমা হেন প্রিয় দরশন,
ভূতলে স্বর্গের ছায়া, মূর্ত্তিমতী দয়ামায়া,
মলিন পরের দুখে নলিন নয়ন !
সরল সত্যের চেয়ে, স্বভাবে বালিকা মেয়ে,
বিনোদ বদন-বিধু ভুলায় ভুবন !
পুণ্যময়ী সাধুশীলা, লাবণ্যের নবলীলা,
এ জনমে মিলিবে না তোমার মতন !
রহিল মনের কথা মনেই গোপন !

৮

দেবি !
এ জীবনে এ স্বপ্ন কি ভাঙ্গিবেনা আর ?
গিয়াছে প্রাণের আশা—গিয়েছে সকলি,
ভালবাসা আর নাই, পুড়িয়ে হয়েছে ছাই,
হয়েছে নন্দনবন মহা মরুস্থলী !
সে ভস্ম মাখিয়া গায়, আসিয়াছি হায় হায়,
উদাসী সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছি চলি !

তবু দেখি বুকে আঁকা, তবু দেখি প্রাণে মাখা,
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
সেই মোহ—সেই স্বপ্ন—যেন "বলি বলি!"

৯

দেবি!
দেবের হৃদয়ে কিগো বোঝ এ সকলি,
বোঝ এই মোহ-মূর্চ্ছা কি যে "বলি বলি?"
প্রাণের আগ্নেয় আশা, নীরব আগ্নেয় ভাষা,
অদেখা আগুনে কেন চিরদিন জ্বলি,
বোঝ কি এ অগ্নিকাণ্ড—বোঝ কি সকলি?

১০

দেবি!
দেখিয়াছ সন্ধ্যাকালে, গগনের নীল ভালে,
উজলি উঠিলে রূপে নব তারাবলী,
আহা সে তারার পানে, কেমন আকুল প্রাণে,
নীরবে শশাঙ্ক চেয়ে থাকেগো কেবলি!
বলিতে পারেনা নিত্য, বিষাদে বিষণ্ণ চিত্ত,
পড়েছ বিধুর বুকে কলঙ্কের কালী,
অঙ্গার অক্ষরে লেখা কি যে "বলি বলি"?

১১

দেবি!
দেখিয়াছ উপবনে প্রাণ দিতে বলি?
দেখেছ ফুলের কোলে, বসিয়া আপনা ভোলে,
মনের কথাটী আহা ভুলে যায় অলি!

কোথা গুঞ্জরণ তার, কোথা গুণ্ গুণ্ আর,
"আগুন" "আগুন" বলি শেষে যায় চলি!
সরলা, শুনেছ কাণে, সে করুণ ক্ষীণ তানে,
অনন্ত শোকের সিন্ধু উঠে যে উছলি,
দিগন্ত ভাসা'য়ে যায় যেন "বলি বলি"?

১২

দেবি!
দেখিয়াছ দগ্ধ-বক্ষ জলদ আবলী?
হারা'য়ে বিজলী হার, কি গম্ভীর হাহাকার,
কি গম্ভীর বজ্রনাদ ধরা টলমলি,
শুনেছ সে বজ্রভাষা, দেখেছ আগ্নেয় আশা,
অনন্ত আকাশে আহা উঠিয়াছে জ্বলি?
শুনেছ সে বজ্রনাদ "বলি বলি বলি"?

১৩

যদি—
শুনেছ দেবের কাণে, বুঝেছ দেবের প্রাণে,
দেবতার আঁখি দিয়ে দেখেছ সকলি,
তবে কেন চিত্ত হায়, মোহ যায়, মূর্চ্ছা যায়,
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
কেন গো আকুল চিত্ত "বলি বলি বলি"?

২০শে মাঘ, রাত্রি—১২৯৩ সন,
শীতলপুর বাগান বাটী।

জ্যোৎস্নাময়ী।

[শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর কন্যা।]

১

জোৎস্নাময়ি!
স্বর্গের জোৎস্না তুই, কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী জন্ম, করিলি গ্রহণ?
আকাশের তারকাটী, কেন রে ছুঁইলি মাটী,
নিবিতে পবিত্র জ্যোতি বাকি কতক্ষণ?
ও বালিকা, ও সরলা, লাগিলে মাটীর মলা,
দেবের (ও) হৃদয়ে বসে কলঙ্ক ভীষণ!
ও জ্যোতিতে ও কিরণে, স্বর্গীয় হৃদয় মনে,
পবিত্র মাধুরীময় সরল অমন,
ঘৃণা লজ্জা হিংসা দ্বেষে, ছিন্ন ভিন্ন হবে শেষে,
বসিবে বাসনা দাগ—পাপ প্রলোভন,
স্বর্গের জোৎস্না হ'বি মলিন এমন!

২

এমন জ্যোস্না রাশি এমন সরল,
এত স্বচ্ছ পরিষ্কার, কোথাও দেখিনা আর,
এমন দর্পণ সম শুভ্র নিরমল!
হৃদয়ের গুপ্ত ঠাঁই, আপন হৃদয় নাই,
পর প্রতিবিম্বে উহা সতত উজ্জ্বল!
এমন আপনা ভোলা, এমন অন্তর খোলা,
নয়নে নন্দন বন হাসি অবিরল!

দেখিনে কোথাও আর, এঁত স্বচ্ছ পরিষ্কার,
এমন দর্পণ সম হৃদয় নির্ম্মল !
এত কাছে কাছে থাকি, এত কোলে কাঁকে রাখি,
তথাপি ভরেনা প্রাণ সতত পাগল !
যেন মাখনের দলা, মধুভরা গলা গলা,
ছুঁইতে উসুয়ে আহা উঠে পরিমল !

৩

কোন্ চন্দ্রমার তুই জোস্না এমন ?
যে করে অবনী আলো, সে ত রে কলঙ্কে কালো,
সে ত অতি অপবিত্র রাহুর বমন !
কোথা তার এ সুহাসি, স্বর্গীয় এ ভাব রাশি,
তাহার লাবণ্যে এত নাহি ভোলে মন !
অবনীর কুবলয়, শিশিরে মলিন হয়,
শারদ সুষমা আর থাকেনা তথন !
কিসে হবে পঙ্কজাত, পঙ্কজেতে মধু এত,
সামান্য পতঙ্গ ও'তে করে গুঞ্জরণ !
কোন্ ত্রিদিবের শশী, হইতে পড়িলি খসি,
সুন্দর সরল স্নিগ্ধ জ্যোস্না এমন !
কোথারে মানস সরে, সে কমল শোভা করে,
যাহার সুষমা তুই সুরভি কাঞ্চন !

৪

জ্যোস্নাময়ি !
স্বর্গের জোস্না তুই, কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ ?

প্রেম ও ফুল।

পুরুষেরা অত্যাচারে, এদেশে রমণী মারে,
এদেশে কঠিন বড় পুরুষের মন !
এদেশের বাপ ভাই, দয়া নাই, মায়া নাই,
অকরুণ ব্যাধ বধে কুরঙ্গী যেমন !
গঙ্গা যমুনার মত, রমণী জীবন কত,
দুঃখের সাগরে সদা করে আলিঙ্গন !
পাষাণের বাপ ভাই, দেখিয়া না দেখে তাই,
অচল অটল রহে হিমাদ্রি যেমন !
আহা হা স্বর্গের মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে
প্রতিদিন ভাবি তোর কপাল কেমন !

৯ই অগ্রহায়ণ—১২৯১ সন,
ময়মনসিংহ।

সেই এক দিন আর এই এক দিন।

১

থাকে থাকে মেঘ গুলি, সুনীল লহরী তুলি
নীলাকাশে ধীরে ধীরে ছুটিয়া বেড়ায়,
সুমন্দ সমীর বলে, ছুটিতেছে দলে দলে,
নীল জলে নীল ঢেউ সাগরের গায় !
অথবা ত্রিদিব বালা, প্রকৃতি করিছে খেলা,
সাজা'য়ে গগন নব নীল পতাকায় !
অস্ত যায় দিবাকর, ছড়া'য়ে সুবর্ণ কর,
ঘর বাড়ী গিরিবন তরু লতিকায় !

কাঁপা'য়ে কামিনীফুল, কাঁপায়ে শ্যামার চুল
কাঁপায়ে দাড়িম্ব শির কুটীর কোণায়,
বহিছে শীতল বায়ু বসন্ত-সন্ধ্যায়!

২

বহিছে শীতল বায়ু,—পরাণ পাতিয়া,
জানি না,
কেমন ঘুমন্ত ভাবে আছি দাঁড়াইয়া!
সেই চুল, সেই ফুল, সে দাঁড়িম্ব শির,
সেই
শ্যাম-অঙ্গে বিলসিত কম্পিত সমীর!
সে কম্পন প্রতিঘাতে, প্রাণে সেই পুষ্প পাতে,
সে সুর সুষুপ্তি সুপ্ত হৃদয় রুধির!
সেই মোহে মূর্চ্ছাপন্ন, সেই প্রাণ অবসন্ন,
সম্মুখে কৌমুদী কান্তি শ্যাম-সোহাগীর!
সেই
মৃদু হাসি অফুরন্ত, অর্দ্ধমুক্ত কুন্দদন্ত,
নবীন কুমুদমূর্ত্তি মাথা কৌমুদীর!
নব নীল উতপল, করিতেছে টলমল,
সলীজ শারদ শোভা সরল আখির,
শ্যামল সন্ধ্যায় সেই বাসন্তী নিশির!

৩

আর আজি—
এই যে পর্ব্বতপাদধৌত সোমেশ্বরী,
বহিতেছে মৃদু মন্দ কল কল করি!

বসিয়ে ইহার তীরে, ভাসিতেছি অশ্রুনীরে
সেই সন্ধ্যা এই, সেই আসন্ন শর্ব্বরী,
সরল শশাঙ্ক সেই শিশু কোলে করি!
এত কষ্টে এত ক্লেশে, এ অসভ্য গায়ো দেশে,
দূর দেশান্তরে হায় রহিয়াছি পড়ি,
বুঝিনা কথাটী কারো, আরণ্য অসভ্য গারো,
কথার কাঙ্গাল হায় কথা বিনে মরি!
রোগে শোকে যন্ত্রণায়, কেহ না ফিরিয়ে চায়,
ভাবিলে পরাণ কাঁপে আতঙ্কে শিহরি!
কই সে শ্যামল সন্ধ্যা বাসন্তী শর্ব্বরী?
সেই আমি আছি, সন্ধ্যা তেমনিই আছে,
তেমনি কৌমুদীময়ী নিশি অমলিন,
তেমনি শশাঙ্ক হাসে, তারা বেড়া নীলাকাশে,
কৌমুদী উছ'লে পড়ে নদীর পুলিন,
তবু নাই সে মাধুরী, চখে দেখা প্রাণ চুরি,
নয়নে রাখিয়া সেই নয়ন নলিন!
সেই এক দিন আর এই এক দিন

৪

সেই একদিন, সেই মাহেন্দ্র সময়,
হৃদয়ের সেই শঙ্কা লোক লাজ ভয়!
সেই
কি আনন্দ কি যে সুখ, শঙ্কিত কম্পিত বুক,
চলিতে চরণে কি যে বাধে মনে লয়!

আগে শঙ্কা, ভয় পাছে, "এতে যেকি সুখ আছে,"
ছিঁড়ে দেই হৃৎপিণ্ড দেখ সমুদয় !
দেখ একবার রাখি, শঙ্কিত চঞ্চল আঁখি,
সে নয়নে সে আননে, করিবে প্রত্যয়,
হৃদয়ের সে আকাঙ্ক্ষা, সেই ভয় সেই শঙ্কা,
দেখ সে সুখের কিনা সঙ্কট উভয় !

আর সম্মুখে,
স্বর্গের জ্যোৎস্না রাশি,
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে সেই হাসিছে কুটীরে,
পবিত্র করিয়ে এই পাপ পৃথিবীরে,
ওরি ও পবিত্র হাসি, দেবতার পুণ্য রাশি,
ওই পুণ্যে এই পাপ ঘনান্ধ তিমিরে,
এত অশান্তির ধরা, জ্বালা যন্ত্রণায় ভরা,
ইহাতেও ফোটে ফুল নিশির শিশিরে !
ওই পুণ্য, ওরি স্নেহে, সুবাস কুসুম দেহে,
হাসায় উহারি প্রীতি কৌমুদী শশীরে,
পবিত্র করিয়ে এই পাপ পৃথিবীরে !

কি সুন্দর অভিমানে,
আধ কাঁদা আধ হাসা, আধ আধ আধ ভাষা,
খেলিছে চপলা যেন জলদ গম্ভীরে !

অথবা,
গভীর সাগর বুক, নাহি নড়ে একটুক,
চন্দ্রকর হাসে সেই স্থির নীল নীরে !

৫

আর আজি,
এই সেই শীতকাল, কে জানে কোথায়,
ভগ্নআশা ভগ্নপ্রাণে, চলিয়াছি কোন্ খানে,
কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়!
আমিই জানিনা আমি চলেছি কোথায়!
এই সেই শীতকাল পড়িছে তুহিন,
অস্তাচলে যায় রবি, সেই রাগ রক্ত ছবি,
সোণার কিরণ হয় আকাশে বিলীন!
ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
দেখিনা সে মানময়ী সোণার নলিন!
আধ হাসা আধ কাঁদা, মন খোলা মুখ বাঁধা,
কাঁদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়া সে দিন!
সেই এক দিন আর এই এক দিন!

১২৮৭ সন—দুর্গাপুর—সুসঙ্গ,
ময়মনসিংহ।

পরশুরামের শোণিত তর্পণ।

১

সাগরের যেন নীল জল রাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে ঊষা,

প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল,
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল,
কিরণ কিরীট ভূষা!

২

নিখিল তারকা রূপের প্রভায়,
হীরকের ফুল গগনের গায়,
মুকুল মঞ্জরী তরুর শাখায়,
হাসিছে কুসুম সনে,
ভাই বোন্ যেন গলাগলি করি,
নববধূ ঊষা রূপের মাধুরী,
দেখিছে নবীন পল্লব উপরি,
বসিয়া সরল মনে!

৩

আকাশের গায় জলদের দল,
সহস্র সহস্র সোণার অচল,
ভূষণে সাজিয়ে হইয়ে উজ্জ্বল,
হিমালয় পুরে যায়,
যেন গিরিজার হইবে বিবাহ,
আজি সেই শুভ পবিত্র পুণ্যাহ,
আনন্দে ছুটিছে জলদ প্রবাহ,
পুলকে পাগল প্রায়!

৪

কিম্বা চিরশক্র বাসবের সনে,
যুঝিবারে যেন সমর প্রাঙ্গনে,
ছুটিছে ভূধর শত প্রসরণে,—
প্রমত্ত চঞ্চল গতি,
ক্রোধে রক্তাকার দেহের বরণ,
গরবে ধরণী ছোঁয়না চরণ,
প্রাণে উত্তেজনা—বৈরনির্য্যাতন,
বধিতে অমরাপতি !

৫

ফুটিছে সরসে কমলের দল,
ছুটিছে পুলকে ভ্রমর সকল,
লুঠিছে সমীর নব পরিমল,
আবেশে অবশ কায়,
আলসে কমল কুমুদ ছাড়িয়া,
বেলী যুই কামিনীর কাছে গিয়া,
পড়িতেছে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া,
ইহার উহার গায় !

৬

অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর,
অনন্ত আয়ত মুরতি গম্ভীর,
চেয়ে আছে যেন তুলি উর্দ্ধে শির,
সভয়ে ভূধররাজ !

পারেনা চাহিতে নিম্ন ধরাতলে,
পঞ্চ রক্ত হ্রদ গর্জ্জিয়া উছলে,
সফেণ তরঙ্গ ছুটে মহাবলে,
ভীষণ ব্যাপার আজ!

৭

প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশ মিহির,
মহা জ্যোতির্ম্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পূরিয়ে লইয়ে রুধির,
দাঁড়া'য়ে হ্রদের তীরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত,
ডাকিছে গম্ভীরে—পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘমন্দ্রে নভ বিকম্পিত,
সমীর বহিছে ধীরে!

৮

বাম কক্ষতলে মহা তীক্ষ্ণ ধার,
জিনি অষ্ট বজ্র ভীষণ কুঠার,
সদ্যোষ্ণ শোণিত অঙ্গে মাখা তার,
বিন্দু বিন্দু বিন্দু ঝরে,
এ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অনন্ত বিমানে,
উত্তরাভিমুখে চাহি ঊর্দ্ধ পানে,
বেদমন্ত্রে পিতৃ পুরুষে আহ্বানে,
ভীষণ ভৈরব স্বরে!

৯

কন্দরে কন্দরে হয় প্রতিধ্বনি,
আতঙ্কে হিমাদ্রি কাঁপিছে অমনি,
ভয়ে পশুকুল পরমাদ গণি,
পশিছে বিজন বনে,
মত্ত ঐরাবত ঊর্দ্ধ শুণ্ড করি,
চমকি আতঙ্কে মৃগেন্দ্র কেশরী,
শার্দ্দূল ভল্লুক বানর বানরী,
দৌড়িছে একই সনে !

১০

কাঁপে তরু লতা পল্লব মুকুল,
নীহার নিষিক্ত কাঁপে ফল ফুল,
নীরবে শাখায় কাঁপে পাখীকুল,
আপনা পাসরি সবে,
গ্রহ নক্ষত্রাদি সহিত অম্বর,
কাঁপিতেছে ঘন করি থর থর,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গিছে সাগর,
সে মহা ভীষণ রবে !

১১

"হে ঋচীক আদি পিতৃ দেবগণ !
নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার,
সমস্ত ভারত—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,

আমি যামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়-অন্তক,
সৃজিয়াছি এই সমন্তপঞ্চক,
ক্ষত্রিয় শোণিতে—রক্ত গঙ্গোদক !—
এসহে তর্পণ করি !”

১২

“এসে পিতৃদেব দেখ একবার,
আমি ভৃগুরাম সন্তান তোমার,
তব শত্রুকুল করেছি সংহার,
নাহি আর একজন,
দেখিয়ে করহ নয়ন সার্থক,
শত্রুরক্তপূর্ণ সমন্তপঞ্চক,
আমি পুত্র তব শত্রুসংহারক,
তুষিব তোমার মন !”

১৩

“হে পিতঃ ! তোমার তুষিবারে মন,
মাতৃহত্যা পাপ করেছি ভীষণ,
বধিয়াছি চারি ভ্রাতার জীবন,
ভীষণ কুঠার ধরি,
সে বজ্র কুঠারে দেখ আরবার,
তব শত্রুকুল করিয়ে সংহার,
সেই অনুগত সন্তান তোমার,
শোণিত তর্পণ করি !”

১৪

"শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ছিলনাকো জ্ঞান,
ছয় ঋতু ছিল একই সমান,
গভীর নিশীথ কিবা দিনমান,
হিম রৌদ্র বৃষ্টিধার,
সুখ দুঃখ কিছু ভাবি নাই মনে,
একটু মমতা ছিলনা জীবনে,
বধিয়াছি শত্রু যুঝি প্রাণপণে,
একেশ্বর অনিবার !''

১৫

"এই দেখ বক্ষে কত শরাঘাত,
শতছিন্ন দেহ দেখহ সাক্ষাৎ,
অজস্র ধারায় হয় রক্তপাত,
তবু নাহি অবসাদ !
অগ্নিময় গোলা আগ্নেয়াস্ত্র কত,
এই বক্ষ লক্ষ্যে বর্ষিত নিয়ত,
তথাপি উদ্যম হয় নাই নত,
হইনি পশ্চাৎপাদ !"

১৬

"বিজন গহনে, ভীষণ প্রান্তরে,
উপত্যকা দেশে, পর্ব্বত শিখরে,
কত জনপদে, নগরে নগরে,
নদী সরোবর ধারে,

করিয়ে সহায় একই কুঠার,
অগণ্য—অসংখ্য এক একবার,
তব শত্রুকুল করেছি সংহার,
যেখানে পেয়েছি যারে !”

১৭

“নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার,
সমস্ত ভারত—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার,
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে,
পূর্ণ মনস্কাম হ’য়েছি অবাধে,
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে,
শোণিত তর্পণ করি !”

১৮

“হৃদয়ের কক্ষে, শিরায় শিরায়,
অস্থি মজ্জাগত সূক্ষ্ম কৈশিকায়,
স্নায়ু কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা প্রশাখায়,
ছুটিছে বৈদ্যুত বল,
এই দণ্ডে গিয়ে বাসনা আবার,
তব শত্রুকুল করিব সংহার,
শত্রুশূন্য ধরা,—কি করিব আর ?
হ’লনা আশার ফল !”

১৯

"কিন্তু যদি থাকে একজন আর,
চৌদ্দ লোকপাল রক্ষা করে তার
জীবন, তথাপি করিব সংহার,
ধ্রুব এ অব্যর্থ পণ !
হইব না ভীত বিষ্ণু সুদর্শনে,
কিংবা বাসবের বজ্র দরশনে,
বরুণের পাশ সহস্র ক্ষেপণে,
করিব তুমুল রণ !"

২০

"নিঃক্ষত্রিয় করি একবিংশ বার,
সমস্ত ভারত—সমস্ত সংসার,
প্রতপ্ত উজ্জ্বল শোণিত তাহার,
লয়েছি অঞ্জলি ভরি,
ওহে পিতৃদেব তব আশীর্ব্বাদে,
পূর্ণমনস্কাম হ'য়েছি অবাধে,
দেখ এসে পিতঃ কত যে আহ্লাদে
শোণিত তর্পণ করি !"

২১

এই মহাশব্দ,
ভূধরে কন্দরে হয়ে প্রতিধ্বনি,
অনন্ত অম্বর বিদারি অমনি,
কাঁপা'য়ে নক্ষত্র শুক্র সোম শনি,
পৌঁছিল স্বর্গের দ্বারে,

সপ্ত সুরলোক তোরণ-অর্গল,
এক এক করি খসিল সকল,
দেখে পিতৃগণ আনন্দে বিহ্বল,
ভাসিল প্রেমাশ্রু ধারে ?

২২

ছুটিল বিমানে পিতৃদেবগণ,
ফুটিল অম্বরে অমর কিরণ,
বাজিল স্বর্গীয় মধুর নিক্কণ,
বর্ষে পারিজাত ফুল,
ভয়ে জড়সড় পৃথিবী আবার,
অভয় পাইয়া সুর করুণার,
মৃতদেহে প্রাণ পাইল তাহার,
নাচিল মরম মূল !

২৩

তেমনি কুসুম পল্লবে শোভিল,
পাপিয়া কোকিল সুধা ঢেলে দিল,
নিরুদ্ধ পবন নিশ্বাস ছাড়িল,
ভাঙ্গিল মোহের ঘুম,
ভ্রমিতে লাগিল স্তব্ধ ভূমণ্ডল,
গতিরুদ্ধ সৌর নক্ষত্র মণ্ডল,
মহা জ্যোতির্ম্ময় নব গ্রহ দল,
গেল সে প্রলয় ধূম !

২৪

নক্ষত্রে নক্ষত্রে স্থাপিয়ে চরণ,
নামিতে লাগিলা পিতৃদেবগণ,
অনন্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন বদন,
আনন্দে কাঁপিছে বুক,
দেখি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিধিৎসার
বীর যামদগ্ন্য—বীরত্ব আধার,
কহিতে লাগিলা "সন্তান আমার !"
চাহিয়ে ভার্গব মুখ !

২৫

কহিতে লাগিলা "সন্তান আমার !
অনন্ত ক্ষত্রিয় করিয়ে সংহার,
দিয়ে প্রতিশোধ পিতৃ শত্রুতার,
শোণিত তর্পণ করি,—
বলিতে হৃদয়ে কত যে আহ্লাদ,
লভিয়াছ বৎস দেবের প্রসাদ,
আমরাও এই করি আশীর্ব্বাদ,
তোমার বীরতা স্মরি !'

২৬

"যে কোন জাতির পরাধীনতার
হৃদয়ে অনন্ত প্রেত অত্যাচার,
হইলে দর্শন মহাতীর্থ তার
সমন্তপঞ্চক হ্রদ,

সপ্তম স্বর্গের উপরি সংস্থিত,
গন্ধর্ব্ব চারণ সুর নিষেবিত,
সেই পুণ্যস্থান লভিবে নিশ্চিত,
স্বাধীনতা মুক্তিপদ !”

২৭

“কিম্বা তব কীর্ত্তি নগরে নগরে,
যে দেশে গাহিবে প্রতি ঘরে ঘরে,
দিনান্তে মাসান্তে অথবা বৎসরে,
এক মনে একবার,
ধ্রুব সত্য এই দেবের প্রসাদ,
ধ্রুব পিতৃগণ করি আশীর্ব্বাদ,
ধ্রুব সত্য নিত্য অনন্ত আহ্লাদ,
সে স্বর্গ নিবাস তার !”

পত্র।

১

•দেই ভাসাইয়া আজি ব্রহ্মপুত্র জলে,
প্রীতির পবিত্র চিহ্ণ অনন্ত অতলে !
দেই ব্রহ্মপুত্রে ফেলি, সে চিহ্ণ চরণে ঠেলি,
প্রাণের অধিক যারে রেখেছি বিরলে,
অতি যত্নে সাবধানে, অতি গোপনীয় স্থানে,
এত দিন এত কষ্টে এ দূর অঞ্চলে !

নিশীথে নির্জ্জনে থাকি, কত বার বুকে রাখি,
চুম্বিয়াছি কতবার ভাসি অশ্রুজলে!
সেই পত্র প্রীতিমাখা, সেই পত্র প্রাণরাখা,
সেই পত্র বজ্রবহ্নি মাখা হলাহলে,
দেই ভাসাইয়ে আজি ব্রহ্মপুত্র জলে!

২

দেই ভাসাইয়ে পত্র অম্লান অন্তরে,
জীবনের কণ্ঠমণি—এত দিন পরে!
স্মৃতির অনন্ত দুখ, বিস্মৃতির শত সুখ,
প্রাণের কবজ পূর্ণ প্রীতির অক্ষরে!
এই পত্র অগ্নিময়, শোণিত শুষিয়া লয়,
অনন্ত অক্ষুণ্ণ বলে—দূর দেশান্তরে!
অসহ্য বেদনা এর, যা স'য়েছি এই ঢের,
জীবন্ত শোণিত-তৃষ্ণা অক্ষরে অক্ষরে!
দেই ভাসাইয়ে আজি এত দিন পরে!

৩

শতছিন্ন করি উহা—
এই দণ্ডে—এ মুহূর্ত্তে দেই ভাসাইয়া,
ডুবুক্ নিবুক্ জলে, নিবিলনা অশ্রুজলে,
গেলনা আগ্নেয় মন্ত্র একটু মুছিয়া!
কালীমাখা সেই দাগ, বজ্র বহ্নি সার ভাগ,
বিঁধিতেছে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণ পোড়াইয়া,
অনন্ত অতল জলে দেই ভাসাইয়া!

বেগে ব্রহ্মপুত্র চলি, তরঙ্গে তরঙ্গে দলি,
রাখুক্ কর্দ্দমতলে দ্রুত ডুবাইয়া!
পড়ুক তাহার পর, বালুকার শত স্তর,
হৃদয়ের উল্কাপিণ্ড যাউক নিবিয়া!

অথবা—

বহিয়ে তরঙ্গ শিরে, ফেলুক নীরধি নীরে,
প্রাণের এ চিতা-চিহ্ন দূরে সরাইয়া,
ভস্মশেষ হৃদয়ের, শেষবহ্নি শ্মশানের,
জ্বলুক্ বাড়বানল সলিল ছাইয়া!
লহ, ব্রহ্মপুত্র লহ, অর্দ্ধদগ্ধ প্রাণ সহ,
অশ্রুজলে চিতা-ভস্ম দেই ধোয়াইয়া,
অতল জলধি জলে নেও ভাসাইয়া!

৪

ব্রহ্মপুত্র তব তীরে সহস্র শ্মশান,
প্রতিদিন জ্বলিতেছে, প্রতিদিন নিবিতেছে,
প্রতিদিন মিশে জলে ভস্ম অবসান!
সে শ্মশান-ভস্মগত, হৃৎপিণ্ড শত শত,
মিশিছে তোমার জলে নদ পুণ্যবান!
বল আজি বল দেখি, হেন ভস্ম মিশেছে কি,
এমন শ্মশান-বহ্নি—চির অনির্ব্বাণ?
দেখাও যন্ত্রণা-সার, একটী স্ফুলিঙ্গ তার,
বাছিয়া বালুকা রাশি পর্ব্বত প্রমাণ!
দেখাও এমন বহ্নি—চির অনির্ব্বাণ!"

কথনো এমন ছাই, তব জলে মিশে নাই,
কত বর্ষ—কত যুগ আজি অবসান,
জ্বলেনি তোমার তীরে এমন শ্মশান!

৫

অসাধ্য, আগ্নেয় মন্ত্র পারিনা সাধিতে,
উদ্দেশে শোণিত উষ্ণ বুক চিরে দিতে!
এত দূর দেশে থাকি, এ অনল বুকে রাখি,
করিবনা অগ্নিহোত্র প্রাণের বেদীতে!
যা চাওয়া তা পাওয়া নাই, পরিণাম ভস্ম ছাই,
কে করে হৃন্মেদ যজ্ঞ প্রাণ পোড়াইতে?
নহে ইহা অন্য স্থানে, নিত্য জ্বলে প্রাণে প্রাণে,
নহে ইহা রক্তমাংসে অস্থিতে অস্থিতে!
অসাধ্য—আগ্নেয় মন্ত্র পারিনা সাধিতে!

৬

করিনি এমন আশা মুহূর্ত্তের তরে,
চাহি নাই উর্দ্ধনেত্রে উচ্চ নীলাম্বরে!
হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষ করিয়ে উজ্জ্বল,
হাসিত একটী ক্ষুদ্র খদ্যোত কেবল!
ক্ষণে আলো অন্ধকারে, হাসা'ত কাঁদা'ত মোরে,
তবুও ঢালিত প্রাণে কিরণ শীতল!
সে হাসিতে সে কান্নাতে, কত সুখ মাখা তা'তে,
পুণ্যের পবিত্র সেই স্বপন সরল!
করি নাই উপাসনা, করে নাই বিড়ম্বনা,
অতি স্বচ্ছ করুণার নির্ঝর নির্ম্মল!

অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি মাখা, বিস্তারি দু'খানি পাখা,
উড়িয়া পড়িত বুকে এত সে চপল!
এত দিত ভালবাসা, করেনি কিছুর (ই) আশা,
আপনি বাসিয়া ভাল আপনি পাগল,
হৃদয়ের ক্ষুদ্র কক্ষে খদ্যোত সরল!

৭

"প্রাণনাথ!
বুঝিয়া বোঝনা"—যেন কত নিরাশায়,
কত যেন আশা ভঙ্গে, কত যে অবশ অঙ্গে,
কত যে সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলি পুনরায়,
কহিল কম্পিত কণ্ঠে—"বুঝিলেনা হায়!
এই দুঃখ এ যন্ত্রণা, জন্মে কেহ বুঝিলনা,
কত দুঃখ পাই নাথ মর্ম্ম বেদনায়,—"
চাঁদের কিরণ রাশি, পড়িতেছে গায় আসি,
দাঁড়া'য়ে সরসী তীরে শারদসন্ধ্যায়,
কহিল কাতর কণ্ঠে—"বুঝিলেনা হায়!"

৮

চাহিনারে উন্মাদিনি! চাহি না বুঝিতে,
চাহিনা সরলা তোর প্রাণে ব্যথা দিতে!
এত যন্ত্রণায় যদি, পোড়ে প্রাণ নিরবধি,
কাঁদিয়া আসিস্ কেন নিত্য কাঁদাইতে?
"কেন কাঁদি, কেন আসি, কেন ইহা ভালবাসি,—
বড় সুখ দুই জনে একত্রে কাঁদিতে!

কাঁদি যবে দুই জনে, বড় সুখ হয় মনে,
আঁচলে তোমার নাথ, অশ্রু মুছাইতে,
কাঁদিয়া আসিছে তাই নিত্য কাঁদাইতে!
নিত্য এসে কাঁদি আমি, নিত্য নাহি আ'স তুমি,
নিত্য নিত্য কেন নাথ পারনা আসিতে,
নির্জ্জনে দু'জনে বসি একত্রে কাঁদিতে?"

৯

চপলা! তা' পারি কই?—চমকি তখন,
"পড়ে দেখ—চলিলাম"—একটী চুম্বন!
একটী সুদীর্ঘ শ্বাস,—কমল কুসুম বাস!—
একবিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিল নয়ন,
করিল ললাট সিক্ত,—বুঝিলাম মন!
বেগে অন্ধকার আসি, শশাঙ্ক ফেলিল গ্রাসি,
কৌমুদী করেছে অই দূরে পলায়ন!
চঞ্চল চরণে যায়, পাছে পাছে ফিরে চায়,
হৃদয়ের শান্তিময়ী শীতপ্রস্রবণ!
প্রাণবিন্দু কেন্দ্রগত, প্রীতি পরিধির মত,
অনন্ত অসীম ব্যাপ্তি সুদূর এমন!
সেই কেন্দ্র স্পর্শিবার, মহা মেরু স্মৃতি তার,
বুঝিলাম চপলার ফিরায় নয়ন,
'বুঝিয়া বোঝনা!' আজি বুঝেছিরে মন!

১০

বুঝিয়াছি চপলারে ভুলিবনা আর,
কাতর নয়ন দৃষ্টি দূরে শত বার!

বাঁকাইয়া গ্রীবাদেশ, এলাইয়া কাল কেশ,
সে চাহনি সূর্য্যমুখি সরলা আমার!
অমলিন অনাঘ্রাত, রজত কৌমুদী স্নাত,
এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু শেষ পুরস্কার,
সেই চমকিত মন, অসম্পূর্ণ আলাপন,
'পড়ে দেখ, চলিলাম'—ভুলিবনা আর!
আজি এ সরসীতীরে, কুক্ষণে আসিয়াছিরে,
লুকাইল কোকবধূ কবি কল্পনার,
একটী চুম্বন দিয়ে শেষ পুরস্কার!

১১

ব্রহ্মপুত্র! কি বলিব, আসিবার দিন,—
প্রাণে আর কত সহে, কত রক্ত বুকে রহে,
সে দিন দেখেছি যেই বদন মলিন,
কিসে না দেখিয়া তারে, ছেড়ে আসি একেবারে,
প্রাণ কি পাষাণময় এতই কঠিন?
সেই সরলতাময়, কুটীরের কুবলয়,
প্রীতি মাখা স্থিরদৃষ্টি—নয়ন নলিন!
দেখিনু মুহূর্ত্ত তরে, সে বদন শশধরে,
শারদ বাসন্তী শোভা কলঙ্ক বিহীন,
দেখিলাম ব্রহ্মপুত্র আসিবার দিন!

১২

সেই দিন—সেই সন্ধ্যা—সরসীর তীর,—
কত কাল, নদ নদী—কানন গভীর,

কত দূর ব্যবধান, প্রাণের সমাধি-স্থান,
বহেনা সে দেহগন্ধ এদেশে সমীর!
সন্ধ্যার শীতল ছায়া, ভাসায়না কম কায়া,
তোমার এ নীল জলে প্রীতি তরণীর!
নিত্য এ মলিন বেশে, আসি তব তীর দেশে,
কোথায় স্বর্গের সেই কনক কুটীর,
সেই দিন, সেই সন্ধ্যা, সরসীর তীর?
নাহি সে সুখের ঠাঁই, সরলা চপলা নাই,
আছে সেই শেষ পত্র—মাথা অশ্রুনীর!
বীজমন্ত্র লেখা আছে, আজিও রেখেছি কাছে,
প্রাণের কবজ—চিহ্ন পবিত্র প্রীতির!
আগ্নেয় অক্ষরে শোষে হৃদয় রুধির!

১৩

অসহ্য হ'য়েছে আজি—
নিশ্চয় ভুলিব ইহা, পারিনা সহিতে,
লভিব অনন্ত শান্তি চির বিস্মৃতিতে!
এ সাধনা উপাসনা, নিত্য এই বিড়ম্বনা,
এ ক্ষুদ্র বল্মীকবক্ষে—প্রাণ সমাধিতে!
এ যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ, জ্বলে প্রাণ অহরহ,
পারিনা জ্বলন্ত বহ্নি হৃদয়ে পোষিতে,
লভিব অনন্ত শান্তি চির বিস্মৃতিতে!

১৪

শত ছিন্ন করি উহা—
এই দণ্ডে, এ মুহূর্ত্তে দেই ভাসাইয়া,

ব্রহ্মপুত্র! বেগে চলি, তরঙ্গে তরঙ্গে দলি,
রাখহে কর্দ্দম তলে দ্রুত ডুবাইয়া!
পড়ুক তাহার পর, বালুকার শত স্তর,
হৃদয়ের উল্কাপিণ্ড যাউক নিবিয়া!

অথবা—

বহিয়ে তরঙ্গ শিরে, ফেলহে নীরধি নীরে,
প্রাণের এ চিতাচিহ্ন দূরে সরাইয়া,
ভস্মশেষ হৃদয়ের, শেষ বহ্নি শ্মশানের,
জ্বলুক্ বাড়বানল সলিল ছাইয়া!
লহ, ব্রহ্মপুত্র লহ, অৰ্দ্ধ দগ্ধ প্রাণ সহ,
অশ্রুজলে চিতাভস্ম দেই ধোয়াইয়া,
অতল জলধি জলে নেও ভাসাইয়া!

—১২৮৬ সন,
ময়মনসিংহ।

ভাওয়াল রাজদুহিতা

শ্রীশ্রীমতী কৃপাময়ী দেবী।

১

ভগিনি, বিদেশে আজি স্বদেশের সনে,
তোমার (ও) মধুর মূর্ত্তি পড়িতেছে মনে!
করুণা কোমল প্রাণ, স্নেহের প্রতিমা খান,
চাহিতে করুণা ঝরে নয়নে নয়নে!
হাসিয়াছ খেলিয়াছ, কত ভালবাসিয়াছ;
শৈশবের ভালবাসা ভুলিব কেমনে?
ভগিনি, তোমারে আজি পড়িতেছে মনে!

২

ভগিনি! বিদেশে এই কত যন্ত্রণায়,
কত ভাবনার স্রোত, করিতেছে ওতপ্রোত,
আবিল করিয়া প্রাণ বিষাদ বন্যায়!
কত যে ঝটিকা বাত, কত গুপ্ত বজ্রাঘাত,
সে ভীম প্রলয় কাণ্ড ফোটে কি কথায়?
কিসে শান্তি আছে তার? কে ভালবাসিবে আর,
কোথা তুমি কৃপাময়ি ভগিনি কোথায়?

৩

ভগিনি, জ্বলি যে এই জ্বলন্ত গরলে,
কত সুখে ভাসে প্রাণ, করিতে তোমার ধ্যান,
করিতে তোমার পূজা নয়নের জলে!
ভগিনি স্নেহের আর, জানি না কি উপহার,
হৃদয় ঢালিয়া দিছি চরণ কমলে!
আজি এতে কত সুখ, ভরিল অভরা বুক,
পবিত্র প্রীতির উৎস বহিয়া নির্ম্মলে,
করিতে তোমার পূজা নয়নের জলে!

৪

ভগিনি! তোমারে আমি ভাবি যে এমন,
তোমার (ও) কি মোর তরে, এক বিন্দু অশ্রু ঝরে,
এমনি করিয়ে কিগো পোড়ে তব মন?
গেল কত দিন মাস, ফেলেছ কয়টী শ্বাস,
দুইটী বছরে কবে করেছ স্মরণ?
সত্য কি আমার মত, তুমি ভালবাস তত,

ভোলনি আমায়—তোমা ভুলিনি যেমন,
ভগিনি আমারে ভালবাস কি তেমন?

৫

রাজার কুমারী তুমি—আমি দীনহীন,
সুরম্য প্রাসাদ তব, দেয় সুখ নিত্য নব,
ঘটেনা আমার ভাগ্যে কুটীর মলিন!
কত কষ্টে কত ক্লেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
অনাথ অভাগা আমি আশ্রয় বিহীন!
এ দীন দরিদ্রে হায়, বঞ্চনি কি করুণায়,
আজিও কি আছে মনে সেই এক দিন,
শৈশবের ভালবাসা—কোমল নবীন?

৬

আজিও কি আছে মনে ভোলনি ভগিনি!
দুইজনে এক সাথে, লিখেছি কলার পাতে,
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি!
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে,
কৃপাময়ি করুণার তুমি নির্ঝরিণী!
হাসিয়াছি খেলিয়াছি,—কত ভালবাসিয়াছি,
কোথায় সে আমাদের শৈশব সঙ্গিনী?
বসন্তকুমারী কই, কোথা সে প্রসন্নময়ী,
কোথায় রয়েছে বিন্দু বিধুবিলাসিনী?
কোথা সে অভয়তারা, একত্র খেলিত যারা,
কোথা সে মোক্ষদা কোথা কমল-কামিনী!
তারাও কি আজি মনে করেগো এমনি?

৭

তারাও কি আজি মনে করেগো আমায় ?
আগের সরল প্রাণ, আছে কিগো বর্ত্তমান,
শৈশবের সহচরী সখী বালিকায় ?
সংসারের বিষক্ষত, হয় নাই মর্ম্মগত,
জ্বলেনি আমার মত শত যাতনায় !
তারাও কি আজি মনে করেগো আমায় ?

৮

ভোলেনি ছোট মা কিগো আজো মনে করে,
স্নেহে জননীর মত, পালিয়াছে অবিরত,
দরিদ্র সন্তান আমি—দয়ার অন্তরে !
কত জন্ম তপস্যায়, পেয়েছিনু তারে হায়,
করিয়া কঠোর তপ যুগ যুগান্তরে !
ভোলেনি ছোট মা কিগো আজো মনে করে ?
রাজেন্দ্র তাহারি মত, মনে ক'রে থাকে তত,
সত্যকি ভোলেনি সেও দুইটী বছরে ?
বলিয়ে দরিদ্র ভাই আজো মনে করে ?

৯

মাধব, মহেশ, তোরা কোথারে এখন ?
বসন্ত প্রাণের ভাই, দু'বছর দেখা নাই,
আজি যে দেখিতে তোরে কত আকিঞ্চন !
কোথা সত্যভামা বিন্দু, প্রীতির পবিত্র ইন্দু,
দেখিলে সিন্ধুর মত উথলিত মন !
কোথা ভাই দীনবন্ধু রজনী এখন ?

১০

বিদেশে একাকী আমি আছিরে পড়িয়া,
তোদের জ্বলন্ত স্মৃতি, পোঁড়ে প্রাণ নিতি নিতি,
জানি না কেমনে আছি বাঁচিয়া মরিয়া!
শৈশবের খেলা ধূলা, সে বকুলগাছ গুলা,
আসে রে নয়নে জল সে দিন স্মরিয়া!
সে দিনের ভাই ভাই, কিছুই কি মনে নাই,
এতই ভুলিলে প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া?
সে দিনের দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিয়া?

১১

ভুলিলি সত্যই তোরা ভুলিলি আমায়?
ভুলিলে ছোট মা তুমি, ভুলিলে ভগিনি তুমি,
ভুলিলে শৈশব-সখি, শৈশব-সখায়?
জন্ম শোধ একেবারে, ভুলিলে এ অভাগারে,
প্রাণের সরলা?—প্রাণ বিদরিয়া যায়!
ভুলিলে সত্যই সবে ভুলিলে আমায়?

১৬ই মাঘ—১২৮৮ সন,
ময়মনসিংহ।

নষ্টচন্দ্র।

১

চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে,
অনন্ত অসীম নীলে একা একা হাসে!
গৃহকোণে বঙ্গ-বধূ, লুকাইয়া হাসে মৃদু,
ঈষদ্ ঘোমটা যেন খুলিছে বাতাসে!

সে পবিত্র দেবদেহ, পারে না দেখিতে কেহ,
অনিন্দ্য অতুল তনু ঢাকা নীল বাসে!
ফোটেনা মুখের কথা, মৌনময়ী সরলতা,
কিরণ প্রতিমাখানি কারেনা সম্ভাষে!
আপনি আপন প্রাণে, কেবলি হাসিতে জানে,
হাসির সরল শিশু একা একা হাসে,
চতুর্থীর চারুচন্দ্র শারদ আকাশে!

২

ফুটিয়াছে উপবনে নানা জাতি ফুল,
মল্লিকা মালতী জাতি, গোলাপ বান্ধুলী পাতি,
গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলি টগর পারুল!
নিশিগন্ধা কুন্দ জবা, চম্পক সুবর্ণপ্রভা,
শিরীষ রঙ্গণ রক্ত অশোক বকুল,
শেফালী কেতকী আদি ফুটিয়াছে ফুল!

৩

বহিছে মলয়ানিল সুগন্ধী শীতল,
নাহি মান অপমান, সকলে সমান জ্ঞান,
মহান্ উদার প্রাণ করুণা তরল,
যেথানে যাহারে পায়, তারে আলিঙ্গিয়া যায়,
অবিভেদে ফুল্লফুল তীব্র শিলাচল!
নদ নদী সরোবর, কিবা হ্রদ কি সাগর,
সকলে সমান স্নেহে করিছে বিহ্বল!
এত ভালবাসা জানে, পশে গে' মরম স্থানে,
বিনে ও অমৃত স্পর্শ মরে জীবদল!

বিনে তার প্রেমমন্ত্র, প্রাণের সমস্ত যন্ত্র,
চলেনা মুহূর্ত্ত কাল—স্থির অবিচল!
প্রীতির বিজ্ঞানবিৎ, হেন শিল্পী কদাচিৎ,
কে দেখেছে কোন্ দিন হেন দৈব বল?
প্রাণময় প্রেমময় সমীর শীতল!

৪

সুন্দর স্ফটিক-স্বচ্ছ স্থির সরোবরে,
প্রফুল্ল কুমুদ মালা, শাপভ্রষ্ট দেববালা,
আকণ্ঠ মগনা যেন সলিল নিথরে,
পাপের ধরণী ধামে, শঙ্কিতা মানব নামে,
দিবসে খোলেনি আঁখি মানবের ডরে,
মানবের পাপশ্বাস, পবিত্রতা করে নাশ,
দৃষ্টিতে প্রণয় পোড়ে দূর দূরান্তরে!
নিশিতে কুমুদ তাই ফোটে যেন সরে!

৫

সুখের স্বপন সম প্রমত্ত চকোর,
এই দেখি এই নাই—সুধা পানে ভোর!
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি নব নীলাকাশে,
বিলের বিমল বুকে দামদল ভাসে!
ডুবিয়া ভাসিয়া অই তারাগুলি খেলে,
পাঁড়াগেঁয়ে কৃষকের শিশু মেয়ে ছেলে!
আর অই সুধাকর অনন্ত আকাশে,
অকূল অসীম নীলে একা একা হাসে!

৬

যদিও উহার সনে লতা পাতা ফুল,
সামান্য সমীর জল হাসিয়া আকুল!
তথাপি—তথাপি হায়, শত পুষ্প সুষমায়;
বিরচিত যেই শিশু আনন অতুল!
জীবন্ত লাবণ্যরাশি, আধ ফোটা হাসি হাসি,
অলক্ত মাখান ছানা মোমের মুকুল!
ছোট দু'টি হাত তুলে, আয় চাঁদ আয় ব'লে,
ডাকেনা উহারে আজ আনন্দে আকুল!
কি হবে হাসিলে শুধু লতা পাতা ফুল?

৭

লতা পাতা ফুল জল হাসিলে কি হয়?
জল চেয়ে সরলতা, ফুল চেয়ে পবিত্রতা,
মধুর অধিক মধু হেসে কথা কয়!
লতার অধিক হায়, প্রাণে জড়াইয়া যায়,
কাটিয়া মরমে বসে যেখানে হৃদয়!
কৌমুদী অধিক হাসে, প্রাণ ভরা ভালবাসে,
প্রেম যেন হাসি মুখে কোলে টেনে লয়!
করুণা কোমল কান্তি, যুবতী জীবন্ত শান্তি,
পৃথিবীর স্পর্শমণি পরিমলময়,
না হাসিলে, পাতা লতা হাসিলে কি হয়?

৮

হাসিলে কি হয়—ও যে অচেতন সব,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হায়, হাসিলেও বৃথা যায়,
যদি সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ না হাসে মানব!

পৃথিবীর পূজনীয়, ভারতের অদ্বিতীয়,
না হাসিলে আর্য্যবংশ মানবগৌরব,
হাসিলে কি হয়—ও যে অচেতন সব!

৯

শশধর!
কেন আজ্ কোন্ পাপে, কি কলঙ্ক অভিশাপে,
অসাধু তস্কর আদি দস্যু সমুদায়,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী তপস্বী সিদ্ধ,
কেহই নয়ন তুলে চাহে না তোমায়!
চোরের অধিক চুরি করিলে কোথায়?
কিম্বা কবে কোন্ দেশে, প্রবেশিয়া দস্যুবেশে,
লুঠিলে সর্ব্বস্ব কার গভীর নিদ্রায়?
দস্যুও তোমারে কেন চাহে না ঘৃণায়?

১০

আগে,
কে না ভালবাসিয়াছে শশাঙ্ক তোমারে,
দেখিলে তোমার মুখ, কত হর্ষ—কত সুখ,
উথলিত সকলের চিত্তে একেবারে!
রোগে শোকে দগ্ধ বক্ষে, যাতনার অশ্রুচক্ষে,
একটু পাইত শান্তি জলন্ত সংসারে!
সে শান্তি ঠেলিয়া পায়, আজ কেহ নাহি চায়,
কত যেন হবে পাপ দেখিলে তোমারে!
ঘৃণায় চাহেনা হায় ফিরে একেবারে!

১১

আজ,

এত প্রেম ভালবাসা ভুলিয়াছে সব,
এতই কি অকৃতজ্ঞ ধরার মানব ?
বুকে কি কলিজা নাই, কলিজায় প্রাণ,
মানবের বুক ভরা এত কি শ্মশান ?
প্রাণে নাই প্রাণ দেওয়া—প্রেম ভালবাসা,
কেবল আকণ্ঠপূর্ণ শোণিত পিপাসা ?
প্রেমে নাই চিরদান, আছে প্রত্যাহার,
সত্যই মানব এত পশু নরাকার ?
অথবা তোমার (ই) কোন কার্য্য পাপকর,
আছে কি এমন শশি ! দাওনা উত্তর ?

১২

ছি ছি ছি লজ্জায় মরি ওহে লজ্জাহীন,
হরিয়া এনেছ নাকি কোলের হরিণ ?
প্রেমের নন্দন কার, করিয়াছ ছারখার,
দেবতা দানব হ'তে এত কি কঠিন ?
কার বুকে মেরে ছুরি, করিলি এ রত্ন চুরি,
পাষণ্ড, করিলি কারে চির উদাসীন ?
হায়রে কলঙ্ক কালী, কার কুলে ঢেলে দিলি,
কার সে পবিত্র কুল করিলি মলিন ?
পাপিষ্ঠ, করিলি কারে চির-উদাসীন ?

১৩

কেন তোরে হায় হায় গিলিয়া আবার,
উগারিয়া ছেড়ে দেয় রাহু দুরাচার?
পাপিষ্ঠ দেবের মৃত্যু নাই কি কিছুতে?
যা পুনঃ সাগর জলে, ডোব্ গিয়ে কুতুহলে,
আর যেন পাপ মুখ না হয় দেখিতে!
হোক্ চির অমাবস্যা চির অন্ধকার,
তবু তোরে নষ্টচন্দ্র দেখিবনা আর!

১৫ই শ্রাবণ—১২৯০ সন।

বরষার বিল।

১

বরষার বিল,
এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ,
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল!
পানা, জল, ঘাস গাছে, কত কি মাধুরী আছে,
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল!
ডাকে জলচর পাখী, দাম দলে থাকি থাকি,
এত কি ললিতে গায় বসন্ত কোকিল?
সুনীল লহরী তুলি, নাচাইছে দুলি দুলি,
সন্ধ্যার শীতল অই মলয় অনিল,
নূতন সলিলে ভরা বরষার বিল!

২

বরষার বিলে,
শত শত ধান খেতে, যেন শ্যাম সাগরেতে,
উঠিছে মৃদুল বাতে সবুজ লহরী,
ছুটিছে সলিলে নীচে, তরঙ্গ তরঙ্গ পিছে,
কাঁপিছে প্রকৃতি অঙ্গ পুলকে শিহরি !
কি আনন্দ কেবা জানে, আজি প্রকৃতির প্রাণে,
কমল কুমুদ কাঁপে বুকের উপরি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ উঠিছে শিহরি !

৩

ডাহুক ডাহুকী সুখে বেড়িয়া বেড়ায়,
এখানে ওখানে সবে, মধুর মধুর রবে;
সরালী কালেম পিপী কত নাচে গায় !
চপল ও কড়্‌গাই, ওদের তুলনা নাই,
উড়িতেছে পড়িতেছে যোড়ায় যোড়ায় !
মরাল মরালী সনে, তেমনি পুলক মনে,
কমল কুমুদ বনে ভাসিয়া বেড়ায় !
চক্রবাক চক্রবাকী, চঞ্চুতে চঞ্চুটী রাখি,
কত কষ্ট জানাইছে, লইলে বিদায়,
সরল পাখীর প্রাণ—আসন্ন-সন্ধ্যায় !

৪

সুশীতল সন্ধ্যাকাকে,
ফুটিয়াছে থরে থরে কুমুদ কুসুম,

সুনীল গগন তলে, সহস্র হীরক জ্বলে,
ভাঙ্গিয়াছে সুরশিশু তারকার ঘুম!
অমর অধরে হাসি, অফুরন্ত সুধারাশি,
সমস্ত জগতে ওর লেগে গেছে ধুম,
হাসিতেছে সুরশিশু কুমুদ কুসুম!

৫

সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্দ্ধচন্দ্র এক,
রজত সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক!
ঘাসের ছায়ার গায়, কুমুদী হারা'য়ে যায়,
সাঁতারিয়া শশী যেন খুজিছে অনেক!
কি সুন্দর লুকো চুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁড়ী,
লগে লগে থেকে ধরা দেয় না বারেক!
শু'য়ে থাকে সন্ধ্যা রেতে, কৌমুদী কুমুদ পাতে,
ঝোপে ঝাপে ধান খেতে ঠিক্ নাই এক!
এ সামান্য বিছানায়, ও কম কিরণ-কায়,
নয়ন ভুলিয়া থাকে দেখিলে বারেক!
দেখিনি এমন শোভা—দেখেছি অনেক!

৬

পারে পারে ঘাটে ঘাটে লইবারে জল,
গ্রামের গৃহস্থ বধূ এসেছে সকল!
হারানো কুমুদ জ্ঞানে, ভাসে শশী অই খানে,
না চিনিয়া মিছামিছি হাসিছে কেবল

কলসীতে ঢেউ দিয়া, শশধরে খেদাইয়া,
সরলা গৃহস্থবধূ ভরিতেছে জল,
ও তরঙ্গ বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে,
এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়ে পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থবধূ কুমুদ বিমল !

৭

গ্রাম অভিমুখে অই চলেছে তরণী,—
আকাশেতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ কয় খানি !
কৃষক বাহিছে ধীরে, কৌমুদী মাখান নীরে,
বিলের বিমল বুকে মৃদুলে ক্ষেপণী,
করিতেছে গ্রাম্য গান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
শিখিতে অমর কণ্ঠে গায় প্রতিধ্বনি !
সবুজ লহরী গুলি, সুখে করে কোলাকুলি,
এমন সলিল নৃত্য দেখিনি কখনি !
এত মধু—মাদকতা, স্বর্গীয় এ সরলতা,
মিলেকি এমন আর খুঁজিলে অবনী ?
চাহিলে নয়ন কোণে, বারেক উহার পানে,
পরাণ পাগল হয় আপনা আপনি,
গ্রাম অভিমুখে অই চলিছে তরণী !

৮

গ্রাম অভিমুখে যায় অই ক্ষুদ্র তরী,
ছৈয়ের ভিতর থেকে, শরীর লুকা'য়ে রেখে,
চুপি দিলে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী !

গগনের পূর্ণশশী, ভূতলে পড়েনি খসি,
ফোটেনি কুমুদ নীল জল পরিহরি!
এমনি মধুরে হেসে, দাঁড়াইয়া তীর দেশে,
কি দেখিছে গ্রামের ও "ঝিয়ারী বহুরী?"
আজি বহুদিন পরে, আসিছে বাপের ঘরে,
শৈশবের সহচরী "নূতন নায়রী,"
সারি দিয়ে দেখে তাই সরলা সুন্দরী!

৯

কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা,
পরস্পরে সুখেদুখে, প্রীতির প্রসন্ন মুখে,
কেমন সে মিলনের প্রথম জিজ্ঞাসা!
কেমন সে গদগদ, ঢল ঢল কোকনদ,
কেমন সে আধ ফোটা মধুর সম্ভাষা!
সংসারের দয়ামায়া, একত্রে রমণী কায়া,
সরলা রমণীমূর্ত্তি পূজা করে চাষা!
ইচ্ছা করে নিত্য সেবি, ও গ্রাম্য সরলা দেবী,
সামান্য গৃহস্থ হয়ে মিটাই পিপাসা!
কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা!

১০

দেখিছে দাঁড়া'য়ে যেন—
তীরে তীরে তরুগণ—কাতারে কাতার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার!

দেখে বোধ হয় হেন, পুণ্যস্নান করে যেন,
আকণ্ঠ মগন জলে হিজ্জল উদার!
অথবা মনের সুখে, শীতল সলিল বুকে,
ঢালিছে অনন্ত দগ্ধ প্রাণ আপনার!
ইচ্ছা করে,
অই বুকে বুক রাখি, অমনি লুকা'য়ে থাকি
ভুলে যাই এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার,
শত কষ্ট শত দুখ, এ অন্তর দগ্ধবুক,
নিবাই প্রাণের গুপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার!

শ্রাবণ—১২৮৭ সন,
বাজিতপুরের বিল—ময়মনসিংহ।

আমি তোমার।

১

শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
দীনবন্ধু! দীননাথ!
সংসারের এই পাপের পরাণে,
স্বর্গীয় শিশির শীতল তোমার,
করহে করুণা নয়ন পাত!

২

জানি না কেন যে হৃদয় এমন,
উদাস উদাস করে,
আশার আলোক নিবিয়ে গিয়েছে,
অনন্ত কালের তরে!

সংসার আমার অনলে বেড়া,
সংসার আমার কণ্টকে ঘেরা,
সংসার আমার বিষের সাগর,
অনন্ত ঊষর ভূমি,
স্বর্গীয় শীতল করুণা তোমার,
বিশল্যকরণী করুণা তোমার,
মৃত সঞ্জীবনী করুণা তোমার,
অন্তঃপ্রবাহিণী করুণা তোমার,
করহে করুণা,—আমি ও তোমার—
করুণা সাগর তুমি!

৩

"আমি তোমার!"
নিঃশঙ্কপ্রাণে, নির্ভয়প্রাণে, মুক্তকণ্ঠে,
প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
আবার আজি তোমায় বলিলাম,
"আমি তোমার!"
শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষের মত,
করিও না ইহা অস্বীকার!

৪

নাথ!
সংসারে কেহই চাহেনা কাহারে,
সাধিয়াছি কত ভাসি অশ্রুধারে,

নিষ্ঠুর সংসার,
দেয়নি আশ্রয়, লয়নি আমার,
এই আত্ম-উপহার!
নহে এক দিন, নহে দুই দিন,
কত সাধিয়াছি সবে করে ঘৃণা,
অনেক সয়েছি আর ত পারি না,
দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লওহে পাপীর আত্ম-উপহার,
লও নাথ একবার,
"আমি তোমার!"

৫

জীবনাধার!
জননী করেনা হৃদয়ে গ্রহণ,
সহোদর করে কত অযতন,
সঁপিয়াছিলাম যারে প্রাণমন,
ঘৃণা করে সেই সুহৃৎ সুজন,
ফিরিয়ে চাহেনা একবার!
দিয়েছি প্রাণের কপাট খুলিয়া,
দিয়েছি আহ্লাদে দু'হাতে তুলিয়া,
হৃদয়ের এই উপহার!

৬

প্রাণেশ!
কৌমুদী বসনা যামিনীরে কত,
বলিয়েছি নিশি, আমি তোমার!

রজত কুসুম হাসি শশধরে,
বলিয়েছি শশি আমি তোমার!
মণিময় জ্যোতি তারকাসুন্দরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!—
জ্যোছ্না মাখান ফুল্ল কুমুদীরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!
কেহই তো নাথ করে না গ্রহণ,
পাপের উচ্ছিষ্ট দগ্ধ প্রাণমন,
হৃদয়ের এই উপহার!

তরুণ অরুণে প্রভাত সময়,
অমল কমলে—পরিমলময়,
স্বচ্ছ সরসীরে—সরল হৃদয়,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!
শিশির মাখান কম কামিনীরে,
কুসুম রূপসী চামেলী বেলীরে,
উপবন শোভা গোলাপ কলিরে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার!
অনন্ত উন্নত গিরি হিমালয়ে,
রজত সলিল নির্ঝর নিচয়ে,
নব পল্লবিত তরু লতাগণে,
শ্যামল সুন্দর চারু উপবনে,

মৃদুল বাহিত মলয় অনিলে,
শ্যামা বুল্‌বুল্‌ দয়েল কোকিলে,
হেমন্তে বসন্তে শিশিরে শরদে,
আঁধারে আলোকে তড়িতে নীরদে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার!
সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা,
অনেক সয়েছি, আর ত পারিনা,
দেওহে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও তবে নাথ প্রীতিপারাবার,
হৃদয়ের এই উপহার
'আমি তোমার!'

৮

নাথ!—সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দ্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
ঢালিছে জীবন, তেমনি হৃদয়,
তোমাতে মিশাব, করুণাসাগর তুমি!
বড়ই সরল নীল পারাবার,
বড়ই তাহার হৃদয় বিস্তার,
সকলে সমান আদর তাহার,
তেমনি তুমিও করহে গ্রহণ,
যদিও
আবিল জীবন প্রবাহ আমার,
প্রবাহি পাপের পঙ্কিল ভূমি!

আমি তোমার।

১

নিরাশ্রয় এই জীবন আমার,
সাগরের তৃণ কূল নাই আর,
চারি দিকে দেখি মহা অন্ধকার,
চারি দিকে দেখি অকূল পাথার,
কোথা হে জীবনাধার!
কোথা শান্তিময় প্রিয় প্রাণেশ্বর,
দেখ ভয়ে কত কাঁপিছে অন্তর,
তোল করুণার প্রসারিয়ে কর,
বাঁচাও জীবন,—**আমি তোমার!**